الدروس اليومية - بنغالي

جاليات

প্রত্যহ পঠনীয়

দারসসমূহ

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠٦ فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠٦ ص.ب: ١٨٢

دروس في العقيدة
ترجمه للغة البنغالية
شعبة توعية الجاليات بالزلفي
الطبعة الأولى: ١٤٢٥/٢ هـ.

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مكتب توعية الجاليات بالزلفي

دروس في العقيدة- الزلفي ١٤٢٥هـ

١٣٢ ص؛ سم ١٢ X ١٧

ردمك: ٦-٦٢-٨٦٤-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-العقيدة الإسلامية أ العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٢٥/٧٣٠

رقم الإيداع: ١٤٢٥/٧٣٠

ردمك: ٦-٦٢-٨٦٤-٩٩٦٠

الصف والإخراج: شعبة توعية الجاليات بالزلفي

دروس في العقيدة

আক্বীদা সম্পর্কীয় কিছু দার্‌স

মহান আল্লাহ বলেন,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (البقرة:٢٨٥)

অর্থবাৎ, 'রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থ-সমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।

উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, 'সব কাজই নিয়ত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে, সে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোন মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে, তার হিজরত

উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।' (বুখারী-মুসলিম)

এই হাদীস হলো প্রত্যেক কাজের মূল। হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আমলসমূহ গ্রহণ হওয়া ও না হওয়া এবং উহার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা নির্ভর করে নিয়তের উপর। আর যে ব্যক্তি কোন কিছুর নিয়ত করবে, সে তাই-ই পাবে, যার নিয়ত করেছে। আমলের বাহ্যিক দিক কখনোও ভাল হলেও নিয়তের মধ্যে ইখলাস না থাকার কারণে তা আমলকারীর উপকারে আসে না। কুরআনের (নিম্নের) আয়াত গুলি তা প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} (الزمر: من الآية ٣)

অর্থাৎ, 'সাবধান! নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর জন্যই করতে হবে।' (সূরা যুমারঃ ৩)

{مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}

অর্থাৎ, 'তাঁর জন্য দ্বীনকে খালেস করে।' (সূরা বায়্যিনাঃ ৫)

{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (الزمر: من الآية ٦٥)

অর্থাৎ, 'যদি আল্লাহর শরীক স্থির করো, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে।' (সূরা যুমারঃ ৬৫)

আর এই হাদীসে একথাও রয়েছে, আমলের প্রকৃত সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। কাজেই বান্দার উচিত হলো, নিজের আমলকে স্বীয় প্রতিপালকের জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ করা এবং সন্দেহ-সংশয় ও অন্য উদ্দেশ্য থেকে তা স্বচ্ছ রাখা। আমল দ্বারা তার লক্ষ্য হবে আল্লাহর

সন্তুষ্টি অর্জন।

(উক্ত) হাদীস দ্বারা এও প্রমাণ হয় যে, আমলের সম্পর্ক হলো উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে, বাহ্যিকের সাথে নয়। কোন মানুষের বাহ্যিক দিক দেখে ধোঁকা খেলে চলবে না। কেননা, তার নিয়তে খারাবী থাকতে পারে। তবে মানুষের ব্যাপারে ভাল ধারণাই রাখতে হবে। নিয়তের কারণেই ইবাদতে মানুষের মধ্যে তারতম্য ও তফাৎ সূচিত হয়। কসম খাওয়া, মানত করা ও তালাক্ব দেওয়া ইত্যাদি সহ যাবতীয় শর্তাবলী, বন্ধন ও চুক্তিসমূহে নিয়ত করা অত্যাবশ্যক। তাই যে ভুলে যায়, যাকে বাধ্য করা হয় এবং মুর্খ, পাগল ও ছোট শিশুর উপর (শরীয়তী) কোন বিধান আরোপ হয় না। যে যার নিয়ত করে, সে তাই-ই পায়। তবে সে যার নিয়ত করে না, তা কি সে পাবে? এটা মতানৈক্যের ব্যাপার। আর নিয়ত সম্পর্কে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ অবগত হতেও পারে না।

হাদীসে রিয়া (লোক দেখানো কাজ করা) ও খ্যাতি লাভের জন্য কোন কাজ করার নিন্দা করা হয়েছে। কেননা এই দু'টিতে উদ্দেশ্য হয় গায়রুল্লাহ। নেক কর্মসমূহ নিয়ত ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার নিয়ত করবে আর আখেরাতকে বানাবে উহার অনুসারী, সে আখেরাত থেকে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে যে প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের নিয়ত করবে এবং দুনিয়াকে বানাবে উহার অনুগামী, সে দুনিয়াও অর্জন করবে এবং পরকালীন উত্তম সাওয়াব লাভেও ধন্য হবে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় আমল দ্বারা মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করবে, সে শির্ককারী বিবেচিত হবে। আর এই হাদীস দ্বারা মহান আল্লাহর সূক্ষ্মজ্ঞান এবং যাবতীয় গোপনীয়

তথ্য সম্পর্কে যে তিনি সম্যক জ্ঞাত, তাও প্রমাণ হয়। অনুরূপ প্রমাণ হয় যে, তিনি দুনিয়াতে তাঁর সৃষ্টির দোষ ঢেকে রাখেন। কেননা, তিনি দুষ্টজনদের নিকৃষ্টতম নিয়ত দরুন অপমানিত করেন না। হাদীস দ্বারাএ ও প্রমাণ হয় যে, বেশী আমল লক্ষণীয় নয়, বরং লক্ষণীয় হচ্ছে উহার সৎ নিয়ত। আর সৎ নিয়তের অর্থ হলো ইখালাস থাকা এবং সঠিক তরীকা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা। সামান্য আমল ইখলাসের সাথে করা হলে, তবে তাই-ই যথেষ্ট হয় এ ব্যাপারে হাদীসও এসেছে। বান্দার কর্তব্য আমল শুরু করার পূর্বে স্বীয় নিয়তকে ঠিক করে নেওয়া। নিয়ত ব্যতীত কোন আমলই গৃহীত হয় না, তাতে তা ফরয হোক বা নফল। আর মৌখিক নিয়ত যে ক্ষেত্রে হাদীসে প্রমাণিত সে ক্ষেত্রে ছাড়া বৈধ নয়।

ইসলাম ও ঈমান একই জিনিসের দু'টি নাম

عن ابن عباس–رضي الله عنهما–قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي قال: ((من القوم–أو من الوفد؟)) قالوا: ربيعة. قال: ((مرحبا بالقوم–أو بالوفد–غير خزايا ولا ندامى)) فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلاّ في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من ورائنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده قال: ((أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام

رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس)) ونهاهم عن أربع: عن الحنتم، والدباء والنقير، والمزفّت، وربما قال: المقيّر. وقال: ((احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم)){رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রাযী আল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল ক্বায়সের লোকেরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে আসে, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জিজ্ঞেস করে বললেন, 'কোন্ গোত্রের লোক বা দূত?' তারা বলল, রাবীআঃ। তিনি বললেন, 'শুভাগমন হোক এই গোত্রের বা দূতের। লাঞ্ছিত নয়, অনুতপ্তও নয়।' তারা বলল, আমরা আপনার কাছে পবিত্র হারাম মাস ছাড়া (অন্য সময়ে) আসতে পারি না। আমাদের ও আপনার মাঝ পথে রয়েছে এই কাফের গোত্র মুযার'। কাজেই আমাদেরকে সুস্পষ্ট কিছু নির্দেশ দেন, যা আমাদের অন্যান্য লোক-দেরকে জানাতে পারি এবং এর মাধ্যমে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানীয় দ্রব্য সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিলেন এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার হুকুম দিয়ে বললেন, 'তোমরা কি জান একমাত্র আল্লাহ প্রতি ঈমান আনাটা কি?' তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (মা'বুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর নামায আদায় করা, যাকাত দেওয়া এবং রমযানের রোযা রাখা। এ ছাড়া গণীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী) এক পঞ্চ-

মাংশ দান করবে।' আর তিনি তাদেরকে চারটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। তিনি সবুজ কলসী, লাউয়ের শুকনা খোল, কাষ্ঠপাত্র এবং আলকাতরা মাখান বাসন ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন।' তিনি বললেন, 'তোমরা এবাণী সংরক্ষণ করো এবং তোমাদের অন্যান্য লোকদের জানিয়ে দাও।' (বুখারী-মুসলিম)

হাদীস থেকে প্রমাণিত বিষয়ঃ

যাবতীয় আমল ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত। আলেমের পক্ষ থেকে সমষ্টিগতভাবে বর্ণনা দেওয়ার পর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া মুস্তাহাব, যাতে তার কথা বুঝা যায়। ইলমের মৌলিক বিষয়গুলি ও বড় বড় মাসআলা প্রথমে আরম্ভ করা এবং নসীহত করার সময় সংক্ষিপ্ত করা, যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। হাদীসটির প্রতি লক্ষ্যকারী তাতে নির্দেশিত জিনিস পাবে পাঁচটি। (অথচ চারটি জিনিসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) ব্যাপার হলো, এক পঞ্চমাংশ দান করা যাকাতেরই অন্তর্ভুক্ত। কেনন, উহা মাল সম্বন্ধীয় অধিকার। এইভাবে তা চার-টিই হয়। কোন কোন মুহাদ্দিসগণের কথা হলো, চারটি নিষিদ্ধ বস্তুর হাদীস রহিত হয়েগেছে। কাজেই বিশুদ্ধ হাদীসে এই পানপাত্রে পান করার বৈধতার কথা এসেছে। তবে নেশাজাতীয় জিনিস পান করা যাবে না। হাদীসে জ্ঞানের সংরক্ষণ, মানুষের মাঝে উহার প্রচার-প্রসার এবং পালাক্রমে তা অন্বেষণ করার প্রতি উদ্বদ্ধু করা হয়েছে। কোন কোন আলেমগণের কথা হলো (উক্ত হাদীসে) হজ্জের উল্লেখ না থাকার কারণ হলো, তখন হজ্জ ফরয হয়নি। কোন দূত এলে তার নাম ও তার বংশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বৈধ, বরং এটাই সুন্নাত। আগমনকারী ও অতিথির প্রতি প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি ও

তার থেকে একাকীত্ব ভাব দূর করার নিমিত্তে তাকে শুভাগমন জানানোর কথা প্রমাণ হয়। হাদীসে ঈমানের ব্যাখ্যায় ইসলামের রুকনসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা হয় পৃথক অবস্থায়। অর্থাৎ, যখন কোন স্থানে শুধু ইসলামের উল্লেখ থাকবে, অথবা শুধু ঈমানের উল্লেখ থাকবে, তখন (ইসলাম ও ঈমান) একে অপরকে শামিল হবে। কিন্তু যখন ইসলাম ও ঈমান একই স্থানে আসবে, তখন উভয়ের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হবে।

عن البراء بن عازب–رضي الله عنه– قال: كنا جلوسا عند النبي (فقال: ((أي عرى الإسلام أوسط؟))، قالوا: الصلاة. قال: ((حسنة وما هي بها))، قالوا: الزكاة. قال: ((حسنة وما هي بها))، قالوا: صيام رمضان. قال: ((حسن وما هو به))، قالوا: الحج. قال: ((حسن وما هو به))، قالوا: الجهاد. قال: ((حسن وما هو به))، قال: ((إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله، وتبغض في الله)) { رواه أحمد/ صحيح الجامع}

অর্থাৎ, বারা বিন আ'যেব (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে বসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলামের সুদৃঢ় হাতল কোন্‌টি?'। সাহাবাগণ (রাযী আল্লাহু আনহুম) উত্তরে বললেন, নামায। তিনি বললেন, 'ভাল, তবে এটা নয়'। তাঁরা বললেন, যাকাত। তিনি বললেন, 'ভাল, তবে এটা নয়'। তাঁরা বললেন, রমযানের রোযা। তিনি বলবেন, 'ভাল, তবে এটা নয়'। তাঁরা বললেন, হজ্জ। তিনি বললেন, 'ভাল, তবে এটা নয়'। তাঁরা

বললেন, জিহাদ। তিনি বললেন, 'ভাল, তবে এটা নয়। (অতঃপর) তিনি বললেন, 'ঈমানের সুদৃঢ় হাতল হলো, তুমি আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসবে এবং আল্লাহর নিমিত্তে শত্রুতা পোষণ করবে।' (আহমদ সাহীহুল জামে')

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের রয়েছে বিভিন্ন হাতল। আর শত্রুতা ও বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্যই ভালবাসা ও আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তাই মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো, আল্লাহর অনুগতজনদের ভালবাসা এবং অবাধ্যজনদের ঘৃণা করা। পার্থিব বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়, আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসা তার অনেক অনেক ঊর্ধে। আবার কখনো এই ভালবাসা পরিমাণ ভিত্তিক হয়। তাই বান্দাকে ভালবাসা হয় ততটা, যতটা তার আনুগত্যের পরিমাণ থাকে এবং তাকে ঘৃণা করা হয় ততটা, যতটা তার অবাধ্যতার পরিমাণ থাকে। আবার কখনো একই ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা ও ঘৃণা দু'টিই একত্রিত হয়। কেননা, তার মধ্যে আনুগত্য ও অবাধ্যতা দু'টিই থাকে। মানুষের প্রতি বান্দার ভালবাসা ও ঘৃণা শরীয়তের ভিত্তিতে হওয়াই উচিত।

আল্লাহর বাণী

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات: من الآية ١٤)

অর্থাৎ, 'মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলুন, তোমরা

ঈমান আনো নাই, বরং বলো যে, আমরা অনুগত হয়েছি। কেননা, ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নাই।' (হুজুরাতঃ ১৪)

عن سعد بن أبي وقاص–رضي الله عنه–أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطى رهطا – وسعد جالس– فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليّ، فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان؟ فو الله إنيّ لأراه مؤمنا. فقال: ((أو مسلما)) فسكتُ قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعُدتُ لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فو الله إنيّ لأراه مؤمنا. فقال: ((أو مسلما))، ثم غلبني ما أعلم منه فعُدتُ لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم (، ثم قال: ((يا سعد إنّي لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكبه الله في النار)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ সেখানে ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাহ অসাল্লাম) একজনকে বাদ দিলেন। আমার মতে সেই ব্যক্তিই ছিলো সবচেয়ে যোগ্য। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মু'মিন বলে জানি। তিনি বললেন, 'না, মুসলিম বলো।' তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তাতে বাধ্য হয়ে আবার আমার কথা বললাম, আপনি অমুককে বাদ দিলেন? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মু'মিন জানি। তিনি বললেন, না, মুসলিম বলো। তারপর আমি তার

সম্পর্কে যা জানি, তাতে বাধ্য হয়ে আবার আমার কথা বললাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবার পূর্বের জবাব দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে সা'দ! আমি ব্যক্তিবিশেষকে দান করি; অথচ অন্য লোক আমার নিকট তার চেয়ে প্রিয় হয়। এই আশঙ্কায় (এরূপ করি) যে, (সে কোন গুনাহের কাজ করে বসলে) আল্লাহ তাকে উল্টোমুখে আগুনে ফেলে দেবেন।' (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, ঈমান ইসলামের অনেক ঊর্ধে। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিন মুসলিম হয়, কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম মু'মিন হয় না। সন্দেহ ও সংশয় দূর করার নিমিত্তে আলেমের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যায় ও তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করা যায়। তবে তাকে যেন বিরক্ত করার জন্য না হয়। আর দুনিয়া লাভ ঈমানে মানুষের স্তর আনুপাতিক নয়। অনুরূপ মালের দ্বারা (দ্বীনের) দাওয়াত দেওয়া ও মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করা যায়। হাদীস দ্বারা এও প্রমাণ হয় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর উম্মাতের প্রতি বড় আগ্রহী ও দয়াবান ছিলেন। আর এও জানা গেল যে, আলেম তার অনুসারীদের এমন বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দেবে এবং উহার সঠিক লক্ষ্য বলে দেবে, যা তাদের কাছে অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক। অনুরূপ যে ব্যাপারটা অন্তরে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার জন্ম দেয়, তা আলেমকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, যাতে (অন্তর থেকে) উহার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। সাধারণ মালের উপর ইমামের হস্তক্ষেপ এবং প্রয়োজন অনুযুয়ী সাধারণের কল্যাণে তা ব্যয় করা জায়েয। কেননা এতে দ্বীনের সহযোগিতা হয়।

ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} (البقرة:٢٠٨)

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (আল বাক্বারাঃ ২০৮)

عن أبي هريرة–رضي الله عنه– قال: قال رسول الله (: ((والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي من هذة الأمة،يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلاّ كان من أصحاب النار)) {رواه ومسلم}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম বলেছেন, 'সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এই উম্মাতের যে কেউ আমার ব্যাপারে শুনবে, তাতে সে ইয়াহুদী হোক, বা খ্রীষ্টান, অতঃপর সে যদি সেই জিনিসের উপর ঈমান না এনেই মারা যায়, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তাহলে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' মুসলিম

হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (দ্বীনের) দাওয়াত সকল ধর্মাবলম্বী এবং সকল বিশ্ববাসীর জন্য ব্যাপক ছিলো। তাঁর শরীয়ত পূর্বের সমস্ত শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে। হুজ্জত কায়েম করার জন্য (দ্বীনের) দাওয়াত অন্যের

কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যাবশ্যক। বিষয়কে পাকাপোক্ত সাব্যস্ত করার জন্য শপথ গ্রহণ করা যায়, যদিও তা শপথগ্রহণকারীর কাছে তলব না করা হয়। আল্লাহর হাতের প্রমাণ হয়, যা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাদের কাছে (দ্বীনের) দাওয়াত পৌঁছে না, তাদের ব্যাপার আল্লাহর নিকট সমর্পিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পর সকল ধর্ম বাতিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

(آل عمران:٨٥)

অর্থাৎ, 'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।' (আল-ইমরান ৮৫)

عن ابن عمر–رضي الله عنهما– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحق الإسلام وحسابهم على الله)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, ইবনে উমার (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) হুকুম করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর

রাসূল। আর নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। তারা যখন এগুলো করবে, তখন আমার (হাত) থেকে তারা ইসলামের হক বাদে নিজেদের রক্ত ও ধন বাঁচাতে পারবে। আর তাদের (কাজের) হিসাব আল্লাহর নিকট থাকবে।' (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কিছুই করতেন না। তিনি কেবল তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্দেশ জারীকারী এবং বার্তাবাহক ছিলেন। কর্মসমূহ ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত। যে নামায ত্যাগ করলো, সে কুফুরী করলো। সে কুফ্‌রী করলো। অনুরূপ যে যাকাত দিতে অস্বীকার করলো, সেও কুফ্‌রী করলো। তাওহীদ হলো প্রথম কাজ। হাদীস দ্বারা মুর্জিয়াদের মতের খন্ডন হয়। তারা আমলকে ঈমান থেকে পৃথক করেছে। নাযাম ত্যাগকারী ও যাকাত অস্বীকারকারীর সাথে লড়াই করা যাবে। নাযাম ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করা চলবে না। মুর্তাদদের সাথে আবু বাকার (রাযী আল্লাহু আনহু)র যুদ্ধ করার দলীল ছিল এই হাদীস। (হাদীসে উল্লিখিত বিষয়গুলির স্বীকৃতি দিলে) মুসলিম বাহ্যিকভাবে তার রক্ত ও ধন বাঁচিয়ে নেবে, আর তার অন্তরের (গোপনীয়) ব্যাপারটা আল্লাহর নিকট সমর্পিত হবে। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুনাফেক্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। কেননা, সে (ইসলামের) বাহ্যিক কাজগুলো সম্পাদন করে। অতএব তার ব্যাপারটাও আল্লাহর উপর। শাহাদত/সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপক অর্থে রাসূলের রেসালতের উপর ঈমান আনাকেও শামিল হবে।

عن أنس–رضي الله عنه– أن رسول الله(قال لرجل: ((أسلم))، قال:

أجدني كارها، قال: ((أسلم وإن كنت كارها)) رواه أحمد/ الصحيحة {١٤٥٤

অর্থাৎ, আনাস (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, 'ইসলাম কবুল করো।' সে বলল, আমার মধ্যে ইসলামের প্রতি কোন ইচ্ছা নেই। তিনি বললেন, 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।' (আহমদ/ আস্‌সাহীহাঃ ১৪৫৪)

হাদীসে রয়েছে যে, বান্দার উচিত স্বীয় নাফ্‌সকে ভাল কাজ করতে বাধ্য করা এবং সৎ কাজের জন্য তাড়া দেওয়া, যদিও তা নাফসের উপর ভারী হয়। শুরুতে ঘাটতি থাকলেও তা লক্ষণীয় নয়, বরং অন্তিম পূর্ণতাই হলো লক্ষণীয়। চিন্তা ও দলীল পেশ করার পূর্বেই ইসলাম কবুল করা বান্দার উপর ওয়াজিব। কখনো নেক কাজ আন্তরিক অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও শুদ্ধ বিবেচিত হয়।

ইসলামের মাহাত্ম্য

عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمروبن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه أما بشرّك رسول الله (بكذا؟! أما بشرّك رسول الله (بكذا؟! قال: فأقبل بوجهه، فقال: إنّ أفضل ما نعدّ شهادة أن لاإله إلاّ الله، وأنّ محمدا رسول الله، إنّي قد كنت على أطباق ثلاثة: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله (منيّ، ولا أحب إليّ أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت في تلك

الحال لكنت من أهل النار، فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي (فقلت: ابسط يدك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: ((ما لك يا عمرو؟)) قلت: أردت أن أشترط. قال: ((تشترط ماذا؟)) قلت: أن يُغفر لي.قال ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله, وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله)) وما كان أحد أحب إليّ من رسول الله (ولا أجلّ في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولّينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنّوا عليّ التراب شناً، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جزور ويقسم لحمها، أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي)) {رواه مسلم}

অর্থাৎ, ইবনে শুমাসা আল মাহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমর বিন আ'সের নিকট উপস্থিত হলাম যখন তিনি মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদলেন এবং স্বীয় মুখমন্ডলকে দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। (এই অবস্থা দেখে) তাঁর ছেলে বলতে লাগল, হে আব্বজান! আপনাকে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ রকম এ রকম সুসংবাদ শুনান নি? আপনাকে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ রকম এ রকম সুসংবাদ শুনান নি? তখন তিনি সম্মুখ হয়ে বললেন, সব থেকে উত্তম জিনিস যেটাকে আমরা মনে করতাম তা হলো, এই সাক্ষ্য

প্রদান যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আমি তিনটি অবস্থা অতিক্রম করেছি। এক সময় আমার অবস্থা এমন ছিল যে, রাসূলের প্রতি কট্টর বিদ্বেষ পোষণকারী আমার চেয়ে বেশী কেউ ছিল না। পারলে তাঁকে হত্যা করাই ছিল আমার নিকট সব থেকে প্রিয় বস্তু। এই অবস্থায় যদি আমি মারা যেতাম, তবে আমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলামের প্রবেশ ঘটালেন, তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে এসে বললাম, আপনার হাতটা বাড়িয়ে দেন আমি বায়াত করবো। ফলে তিনি তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি তখন আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। (তা দেখে) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'তোমার কি হয়েছে, হে আম্‌র?' আমি বললাম, আমি কিছু শর্ত পেশ করতে চাই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'তোমার শর্ত কি পেশ করো?' আমি বললাম, শর্ত হলো আমাকে ক্ষমা করা হোক। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপ মোচন করে দেয়, হিজরত পূর্বের পাপ মিটিয়ে দেয় এবং হজ্জের দ্বারাও পূর্বের গোনাহ মাফ হয়ে যায়'। (এরপর) আমার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেয়ে প্রিয় পাত্র এবং আমার দৃষ্টিতে তাঁর অপেক্ষা সম্মানী আর কেউ ছিল না। তাঁর সম্মানার্থে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে আমি তাকাতে পারতাম না। তাঁর সম্পর্কে বিবরণ দিতে বললে আমি দিতে পারবো না। কেননা, আমি তাঁকে দৃষ্টিভরে দেখিনি। এই অবস্থায় মারা গেলে, আশা করতে

পারতাম যে, আমি জান্নাতবাসীদের দলভুক্ত হবো। অতঃপর কিছু জিনিসের দায়িত্বভার আমার উপর আর্পিত হয়, জানিনা এতে আমার অবস্থা কি? অতএব যখন আমি মারা যাবো, আমার জানাযার সাথে যেন কোন মাতনকারিণী ও কোন প্রকার আগুন না যায়। অতঃপর আমাকে কবরে রাখার পর আমার উপর ধীরে ধীরে মাটি ঢেলে দিও।তারপর আমার কবরের পাশে ততক্ষণ অবস্থান করো যতক্ষণ একটি উটনী যবেহ করে তার গোশ্‌ত ভাগ করতে সময় লাগে। যাতে আমি তোমাদেরকে কাছে পেয়ে আমার আতঙ্ক দূর করতে পারি এবং আমার প্রতিপালকের দূতকে কি জওয়াব দেবো, তা ভেবে নিতে পারি। (মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, ইসলাম পূর্বের সমূহ পাপকে মিটিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে ইসলামে প্রবেশ করবে, তাকে ইসালাম গ্রহণের পূর্বে কৃত পাপের জন্য পাকড়াও করা হবে না। হিজরতও গোনাহ ও পাপসমূহের কাফফারাতে পরিণত হয়। হজ্জও অনুরূপ। তবে এখানে একটি বিষয় জানার আছে, আর তা হলো, ইসলাম ছোট-বড় সমস্ত পাপের জন্য কাফফারা হয়। কিন্তু হিজরত ও হজ্জের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেননা, কাবীরা তথা বড় পাপ মাফ হওয়ার শর্ত হলো নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা। সমূহ সৎ কর্মও গোনাহের জন্য কাফফারা হয়। আর নেক কাজ যত বড় হবে, সেই অনুযায়ী পাপও মোচন হবে।

عن ابن عباس–رضي الله عنهما–قال: قال صلى الله عليه وسلم:

((أحبّ الأديان إلى الله تعالى الحنفية السمحة)) {رواه أحمد وحسنه ابن حجر في الفتح}

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'সকল ধর্মের মধ্যে মহান আল্লাহর নিকট সরল-সোজা ও বক্রহীন ধর্মই হলো প্রিয় ধর্ম।'

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শরীয়তই হলো এমন নিষ্ঠাপূর্ণ শরীয়ত, যা ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা অতি সরল ধর্ম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) প্রেরিত হয়েছিলেন (প্রত্যেক বাপারে) সহজ পন্থা দিয়ে এবং তিনি এসেছিলেন (মানুষের উপর থেকে) বোঝ নামিয়ে দেওয়ার জন্য এবং বন্দীত্ব অপসারণ করার জন্য। আল্লাহর 'ভালবাসা'র প্রমাণ যা তাঁর মর্যাদা ও ইজ্জতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; কোন সৃষ্ট বস্তুর ভালবাসার সাথে তা তুলনীয় নয়। হাদীস থেকে এও প্রমাণ হয় যে, শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে দ্বীনের পারস্পরিক পার্থক্য রয়েছে। মানুষের মধ্যে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামই হলেন ইববরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ঘনিষ্ঠতম। আর দ্বীনের ব্যাপার বলপ্রয়োগের উপর নয়। অনুরূপ হাদীসে সহজ পন্থা অবলম্বন করা ও সুখবর দেওয়া মুস্তাহাব বলা হয়েছে এবং কাঠিন্য ও বিরক্তি সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এর প্রমাণে অন্য আরও একটি হাদীস হলো,

((بشّروا ولا تنفّروا ويسّروا ولا تعسّروا))

অর্থাৎ, 'সুখবর দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না। আর সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠিন করে তুলো না।'

عن أبي هريرة–رضي الله عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلاّ غلبه، فسددوا وقاربوا
وأبشروا، واستعينوا بالغَدوة والروحة وشيء من الدُّلجة)) {رواه
البخاري}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'দ্বীন অতি সহজ। যে কেউ দ্বীনের কাজে বেশী কড়াকড়ি করে, তাকে দ্বীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়। কাজেই তোমরা মধ্য পথ অবলম্বন করো এবং (দ্বীনের) কাছাকাছি হও, আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। আর সকালে, বিকেলে ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।' (বুখারী)

হাদীসের অর্থ হলো, অবসাদমুক্ত সময়ে ইবাদত করে অব্যাহত ইবাদতে সাহায্য গ্রহণ করো। ধারাবাহিকতার সাথে করা হয় এমন অল্প আমল সেই অনেক আমল থেকে উত্তম, যা ছেড়ে ছেড়ে করা হয়। ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, উহা এক সহজ ধর্ম উহার নির্দেশাবলী ও নিষেধাবলী সামর্থ্যানুযায়ী আরোপিত হয়েছে। হাদীসের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, কোন কিছু নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করা এবং অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা নিষেধ। হাদীসে কোন কিছুর ব্যাপারে অতিরঞ্জন প্রয়োগ না করে মধ্যম পন্থাকে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে। আর মধ্যম পন্থাই হলো সোজা রাস্তা। ইবাদত পূর্ণ আদায় করতে না পারলেও বান্দার উচিত উহার কাছিকাছি পৌঁছতে প্রচেষ্টা করা। হাদীসে দিনের

শুরুতে ইবাদত ও নেক আমল করার ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। সাধারণতঃ এ সময়টা অবসাদমুক্ত সময়। এসময়ে ইবাদত কবুল হওয়ার আশা থাকে। রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার ফযীলতও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এটা আল্লাহ চানতো স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সাহায্য হবে। এ কথাও হাদীসে রয়েছে যে, আসরের পর থেকে মাগরিবের আগে পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত ও যিক্‌র করা মুস্তাহাব। মুসলিম যখন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, দ্বীনের কাছাকাছি হবে এবং সুন্নাতের অনুসারী হবে, তখন তাকে সুসংবাদ গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে।

عن أبي سعيد الخدري–رضي الله عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (: ((من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيًا وجبت له الجنة)) { رواه مسلم}

অর্থাৎ, আবু সাঈদ খুদরী(রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব্ব মেনে নিয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে নবী বলে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।' (মুসলিম)

হাদীস রয়েছে যে, যে ব্যক্তি উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের বিশ্বাসের সাথে স্বীকৃতি দেবে, বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান হবে এবং সে যা বলছে তাতে সত্যবাদী হবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে দেবেন। কেননা, সে তিনটি মৌলিক বিষয়ের বাস্তব রূপ দান করেছে এবং দ্বীনের মহান রুকনসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর দ্বীনের মহান

রুকন্ হলো, মহান প্রতিপালকের প্রতি, সত্য দ্বীনের প্রতি এবং সত্যবাদী নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

عن عائذ بن عمرو–رضي الله عنه–قال: أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حول أصحابه، فقالوا: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو. فقال: ((هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو، ولا يعلى))

{رواه الدارقطني/ الإرواء ١٢٧٨}

অর্থাৎ, আ'য়েয বিন আম্‌র (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ান বিন হারবের সাথে উপস্থিত হলেন যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে বসেছিলেন। তাঁরা বললেন, আবু সুফিয়ান ও আয়েয বিন আম্‌র এসেছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, এই আ'য়েয বিন আম্‌র ও আবু সুফিয়ানের চেয়ে ইসলাম অনেক শক্তিশালী। ইসলাম বিজয়ী, পরাজয় বরণ করে না।' (দারকুতনী/ আল ইরওয়া ১২৭৮)

হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহর সত্য দ্বীনই হলো সর্ব শ্রেষ্ঠ দ্বীন। মুসলিমের মর্তবা অমুসলিমের অনেক ঊর্ধ্বে। তাতে অমুসলিম যেমনই হোক না কেন। যত বড়ই হোক তার মর্যাদা, তার ব্যক্তিত্ব, তার পদ এবং যত বিশাল হোক তার অর্থ-বিত্ত। কেননা, ইসলাম এই সমস্ত জিনিস অপেক্ষা আরো অনেক মহান। শ্রদ্ধা ও মূল্যায়নে এবং ভালবাসায় ও সম্মান দানে মুসলিম ও অমুসলিমকে সমান

করা যাবে না। বরং ইসলামের কারণে মুসলিম পৃথক (মার্যাদার অধিকারী) হবে। কেউ কেউ এই হাদীসকে দলীল বানিয়ে বলেছেন যে, মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) হবে। কিন্তু কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হবে না। তবে সঠিক মত হলো তারা কেউ কারো ওয়ারিস হবে না।

عن أبي سعيد الخدري–رضي الله عنه– أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول: ((إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كا سيئة زلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلاّ أن يتجاوز الله عنها)) {رواه البخاري والنسائي}

অর্থাৎ, আবু সাঈদ খুদরী (রাযী আল্লাহু আনহু) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন বান্দা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলামটা সুন্দর হয়, তখন সে যে ভাল কাজ করে আল্লাহ তার প্রত্যেক ভাল কাজের প্রতিদান দেন এবং তার প্রত্যেকটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। তারপর (ভাল-মন্দ কাজের এরূপ) প্রতিদান দেওয়া হয়। আর ভাল কাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শ'গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের বদলা ঠিক ততটুকু দেওয়া হয়। আবার আল্লাহ তাও মাফ করে দিতে পারেন।' (বুখারী/ নাসায়ী)

হাদীসে রয়েছে যে, ইসলামে ভাল ও অধিকতর ভাল রয়েছে। আর এটাই মর্যাদায় পার্থক্যের দাবী করে। আর এরই ভিত্তিতে বলা

যায় যে, ইসলাম বৃদ্ধি হয় ও হ্রাস পায়। ইসলাম পূর্বেকার গোনাহ মিটিয়ে দেয়। তাওবাও পূর্বের সব পাপ মোচন করে দেয়। ভাল কর্মসমূহ পাপসমূহের জন্য কাফফরায় পরিণত হয়, তবে ইখলাস ও মুতাবাআ' (মুহাম্মাদী তরীকায় কাজ সম্পাদন করা) শর্ত। আল্লাহর বিস্তৃত রহমতের কথা জানা গেল যে, তিনি ভাল কাজের প্রতিদান সাত শ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধিকরেন। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের বদলা ততটুকুই দেন। আবার কখনো দয়া করে ভাল কাজের বিনিময় ছাড়াই (বান্দার) পাপ মাফ করে দেন। কাবীরাঃ/বড় গোনহের জন্য তাওবা করা অত্যাবশ্যক। এটা (কুরআন ও হাদীসের) অন্য উক্তির দ্বারাও প্রমাণিত। আর এ কথা অজ্ঞাত নয় যে, কাফেরের কোন আমল গৃহীত হয় না। এই হাদীস দ্বারাও এর প্রমাণ হয়। এই হাদীসের অনির্দিষ্ট বিষয়গুলি মহিলাদের জন্যও প্রযোজ্য। কেননা 'আবদ' শব্দ উভয়কেই শামিল।

عن ابن مسعود–رضي الله عنه– قال:قال رجل: يا رسول ا لله أنواخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: ((من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام، أخذ بالأول والآخر)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, ইবনে মাসউদ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের কি জাহিলিয়্যাতের কৃত কর্মের দরুন পাকড়াও হবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'যে ইসলামে ভাল কাজ করবে, তার জাহিলিয়্যাতের কৃত কর্মের দরুন পাকড়াও হবে না। আর যে ইসলামে মন্দ কাজ করবে, তার আগের ও পরের উভয়েরই পাকড়াও হবে।'

(বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, ইসলাম সেই ব্যক্তিরই জাহেলিয়্যাতে কৃত গোনাহ দূর করে দেয়, যে (ইসলামে প্রবেশের পর) ভাল ও সঠিক কাজ করে। কেবল দ্বীনে প্রবেশই পাপ মার্জনার জন্য যথেষ্ট হবে না, যদি সে তার ইসলামে সত্যবাদী এবং স্বীয় কর্মকলাপে ঠিক না হয়। ইসলামে প্রবেশের পরও যারা নিজেদের উপর যুলুম করবে, জাহেলিয়্যাতের মন্দ কাজগুলিও তাদের উপর অবশিষ্ট থাকবে। অবাধ্যতা ও পাপ যে বড় অশুভ এবং অন্যায় কাজে ডুবে থাকা যে বড় বিপজ্জনক, সে কথাও হাদীসে রয়েছে।

عن حكيم بن حزام–رضي الله عنه– أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم(: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية: من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال (: ((أسلمت على ما أسلفت من خير))

{رواه البخاري ومسلم}

হাকীম বিন হেযাম (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বললেন, জাহেলিয়্যাতের যুগে যে কাজগুলি ইবাদত মনে করেছি যেমন, সাদক্বা করা, ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং আত্মীয়তার সুসম্পর্ক কায়েম রাখা, এর কি কোন নেকী পাওয়া যাবে? তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'ইসলাম গ্রহণের পর তোমার পূর্বের নেকীও বাকী থাকবে।' (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, যখন কেউ ইসলাম কবুল করে, তার

ইসলাম কবুল করার পূর্বে কৃত যাবতীয় নেক কাজের নেকী (তার নেকীর খাতায়) লিখে দেওয়া হয়। আর এটা হলো আল্লাহর দয়া। ইসলাম ফাযায়েল/ভাল কাজের পূর্ণতা দান করে, আর রাযায়েল/ মন্দ কাজগুলো দূর করে। কথা ও কাজের ভাল দিকগুলির শরীয়ত স্বীকৃতি দেয় এবং তার খারাপ ও জঘন্য দিকগুলি দূর করে দেয়। আর এরই প্রমাণে এসেছে এই হাদীস, 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।

عن أبي هريرة–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((من أسلم على شيء فهو له)) {رواه البيهقي/ الإرواء١٧١٦}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, (তখন) তার কাছে যাকিছু থাকে, সেসব তারই হয়।' (বায়হাক্বী/ইরওয়া ১৭১৬)

হাদীসে রয়েছে যে, প্রত্যেকেই যারা ইসলাম গ্রহণ করে, ইসলাম গ্রহণ করার সময় তাদের নিকট মিরাস (থেকে প্রাপ্তবস্তু) ঘর-বাড়ী এবং মাল-ধনের যা কিছু থাকবে, তা তাদেরই হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের দাবী গৃহীত হবে, যদি উহার বিপরীত প্রমাণিত না হয়। অধিকারসমূহের সংরক্ষণ এবং সঠিক অঙ্গীকার ও শুদ্ধ চুক্তিসমূহের প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামের আগমন।

عن صخر بن عبلة–رضي الله عنه– أن قوما من بني سليم فرّوا عن أرضهم حين جاء الإسلام، فأخذها فأسلموا فخاصموني فيها إلى النبي

صلى الله عليه وسلم (فردها، قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله)) {رواه أحمد/ الصحيحة ١٢٣٠}

অর্থাৎ, সাখ্‌র বিন আবালাঃ (রাযীআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, যখন ইসলামের আগমন হয়, বনী সুলাইম গোত্রের কিছু লোক তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে আমি তা দখল করে নিই। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এ ব্যাপারে (নিজেদের ভিটেমাটি ফিরে পাওয়ার জন্য) আমার বিরুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট অভিযোগ দায়ের করে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উহা (ভিটেমাটি) ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তখন সে তার ভিটেমাটি ও মাল-ধনের বেশী অধিকারী হয়।' (আহমদ/আসস্‌হীহাঃ ১২৩০)

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে তাদের মাল ও অধিকারসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা হবে। তা তাদের কাছে থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না। ইসলাম গ্রহণ-কারীর ইসলামের পূর্বেকার অধিকারের চুক্তিনামা যদি শরীয়ত বিরোধী না হয়, তাহলে তা কার্যকারী হবে এবং বলবৎ থাকবে। মানুষ তাদের অধিকারসমূহে এবং স্থাবর সম্পত্তি ও বাড়ীঘরসমূহে সত্যাবাদী বিবেচিত হবে। মাল-ধন ও ভিটেমাটি তার প্রাপকের অধিকারেই থাকবে।

ইসলামের রুক্‌নসমূহ

عن ابن عمر–رضي الله عنهما– قال: قال : ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء

الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, ইবনে উমার (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা।' (বুখারী-মুসলিম)

হাদীস থেকে প্রমাণিত বিষয়ঃ ফযীলতে সব আমল সমান নয়। গুরুত্বের দিক দিয়েও কমবেশী আছে। আমলের মধ্যে কোনটা রুকন, কোনটা ফরয এবং কোনটা সুন্নত। ইসলামের রুকন পাঁচটি। তবে কেউ কেউ এতে কমবেশীও করেছে। যাবতীয় আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। তবে মুর্জিয়াদের এব্যাপারে বিরোধী মত রয়েছে। যে ইসলামের রুকনসমূহের স্বীকৃতি দেবে, সে মুসলিম বলে গণ্য হবে। যদি সে বাহ্যিক স্বীকৃতি দেয়, তবে সে বাহ্যিক মুসলিম। তবে সে যদি আরকানসসমূহের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, তাহলে সে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থায় প্রকৃত মুসলিম বিবেচিত হবে। হাদীসের কখনো কখনো কেবল অর্থ বর্ণনা করা হয়। তাই কেউ কেউ হজ্জকে আগে আনে এবং রোযাকে পরে। ইসলামের রুকন-সমূহের প্রথম হলো, 'শাহাদাঃ' সাক্ষ্য প্রদান। এর পরের করুনসমূহ ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না শাহাদাতের স্বীকৃতি দেবে।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও উহার নিদর্শন

عن أبي هريرة–رضي الله عنه– قال: قال رسول الله: ((إنّ للإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق: منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولّى الإسلام ظهره)) {رواه القاسم بن سلاّم في كتاب ((الإيمان)) الصحيحة ٣٣٣))

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাযী আল্লাল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) অসাল্লাম বলেছেন, 'রাস্তার চিহ্নের মত ইসলামেরও চিহ্নও নিদর্শন রয়েছে। ইসলামের নিদর্শন হলো, তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর যখন তুমি তোমার পরিবারের কাছে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরকে সালাম দেবে। অনুরূপ যখন লোকদের পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাবে, তখন তাদেরকেও সালাম দেবে। যে এগুলির কোন কিছু বাদ দেয়, সে ইসলামের একটি অংশ বাদ দেয়। আর যে সবগুলোই বাদ দেয়, সে ইসলামকে তার পিছনে ঠেলে দেয়।' (কাসেম বিন সালাম

তার 'ঈমান' নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আস্‌সহীহাঃ ৩৩৩)

হাদীসে, ইসলামের গুণাবলীর একাংশকে তুলে ধরা হয়েছে। আর ইসলামের এমন কিছু বাহ্যিক নিদর্শন রয়েছে, যদ্দ্বারা ইসলামের দাবীদারের ইসলাম প্রমাণিত হয়। যেমন, নামায, রোযা এবং সততা ইত্যাদি। মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য সূচক অনেক জিনিসও (ইসলামে) রয়েছে।ইসলামের মাহাত্ম্য এবং ইসলাম যে সমস্ত ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে, একথাও হাদীস দ্বারা প্রকাশ পায়। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা উহাকে সম্মামানী ও মর্যাদাসম্পন্ন বানিয়ে দেয়। ইসলামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার করণেই অন্যান্য ধর্মাবলীর মাঝে ইসলামের রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

عن أنس–رضي الله عنه–قال: قال: ((من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته)) {رواه البخاري}

অর্থাৎ, আনাস (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের ক্বেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাই কৃত পশুর মাংস খায়, সে মুসলিম। তার উপর রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব। সুতরাং তোমরা আল্লাহর দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।' (বুখারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, নামায ত্যাগকারী মুসলিম নয়।

তার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন দায়িত্ব নেই। ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন হলো নামায। নামায ও জবাই করাকে একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, উহা তাওহীদের নিদর্শন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী এবং জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।' তিনি আরো বলেন, 'অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্যে নামায পড়ো এবং তাঁরই জন্যে কোরবানী করো।' শির্কের প্রকারসমূহের মধ্যে মুশরিকরা যার মধ্যে বেশী পতিত হয়েছিল, তা ছিল গায়রুল্লাহকে সেজদা করা এবং গায়রুল্লাহর জন্য জবাই করা। তাই নামাযে নিষ্ঠাবান হওয়ার এবং কেবল আল্লাহর জন্যই জবাই করার বার্তা নিয়ে আগমন হলো তাওহীদের। নামাযীদের প্রতি যে দায়িত্ব তা পালন করার ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। আর যে মুসলিমদের সাথে নামায আদায় করে, সে ইসলামের হক্ব বাদে নিজের রক্তের হেফাযত করে নেয়। মানুষ কেবল বাহ্যিকের মালিক।

عن عبد الله بن عمرو–رضي الله عنهما–أنّ رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (: أي الإسلام خير؟ قال: ((تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামের কোন্ কাজটি সব থেকে উত্তম কাজ? তিনি বললেন, 'আহার করানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে

সালাম করা।'

হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলামের আমলগুলির ফযীলত সমান নয়। এতে খাদ্য দান ও বদান্যতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর এটা হলো উত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত। আর বলা হয়েছে যে, প্রশ্নের উত্তর মানুষের অবস্থা এবং পরিস্থিতি অনুপাতে হবে। সালাম পরিচিত অপরিচিত সকলকে দিতে হয়। হাদীস থেকে এও প্রমাণিত যে, সমূহ আমল ও আখলাক্ব ইসলামেরই অন্তর্ভুক্ত। অল্প আমলও নিয়ত ও পালন করার গুণে বড় হয়ে যায়। হাদীসে তার ফযীলতের কথা বলা হয়েছে যে প্রথমে সালাম করে।

عن عبد الله بن عمرو–رضي الله عنهما–قال: قال صلى الله عليه وسلم: (((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)) رواه البخاري

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলিম তো সেই, যার জিভের ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির সেই, যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুগুলি ত্যাগ করে।' (বুখারী)

হাদীস থেকে জানা গেল যে, প্রকৃত মুসলিম হলো সেই, যে তার মুসলিম ভাইদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। আর কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমসমূহের মধ্যে সব থেকে বিপজ্জনক মাধ্যম হলো হাত এবং জিভ। মুসলিমদের কষ্ট দেওয়া মহা পাপের অন্তর্ভুক্ত। আর অনিষ্ট ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা হলো সৎ লোকদের

কাজ। মুসলিমকে তার ইসলাম অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ থেকে বাধা প্রদান করে স্বীয় মুসলিম ভাইদের নিরাপত্তা কামনা করা হলো মুসলিমের গুণ বিশেষ। আর হাদীস থেকে এও প্রমাণ হয় যে, প্রকৃত মুহাজির হলো সেই, যে যাবতীয় হরাম বস্তু ত্যাগ করে, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকে, সমস্ত পাপ থেকে বিরত থাকে, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ ছেড়ে দেয় এবং গোনাহ থেকে তাওবা করে ও ভুল-ত্রুটি থেকে স্বীয় নাফ্‌সকে বাঁচিয়ে রাখে। এটাই হলো প্রকৃত হিজরত যার ব্যাখ্যা হাদীস দিয়েছে।

তাওহীদ অবলম্বনের নির্দেশ

হারিস আশআরী (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস্‌ সালামকে পাঁচটি জিনিসের উপর আমল করার এবং বানী ইসরাঈলদেরকেও তা করতে বলার নির্দেশ দেন। তিনি এ ব্যাপারে গড়িমসি করলে ঈসা (আঃ) তাঁকে বললেন, তুমি আল্লাহ কর্তৃক পাঁচটি জিনিস করার এবং বানী ইসরাঈলদেরকেও তা করতে বলার নির্দেশ প্রাপ্ত। হয় তুমি তা পৌঁছে দাও, না হয় আমি পৌঁছে দেব। তখন বললেন, হে আমার ভাই, আমার আশংকা হলো (এ ব্যাপারে) তুমি আমার আগে হয়ে গেলে আমি শাস্তি প্রাপ্ত হবো, বা ধ্বংস হয়ে যাবো। (বর্ণনাকারী) বলেন, তারপর ইয়াহ্‌ইয়া (আলাইহিস সালাম) বানী ইসরাঈলদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত করলেন। লোকে মসজিদ ভর্তি হয়ে গেল। তিনি উঁচু স্থানে বসলেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ আমাকে পাঁচটি জিনিস

করতে এবং তোমাদেরকেও তা করতে বলার নির্দেশ দিয়েছেন। উহার প্রথম হলো, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এর উদাহরণ হলো, সেই ব্যক্তির মত, যে তার স্বচ্ছ মাল স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে একজন ক্রীতদাস কিনলো, তারপর এই দাস তার নিজের মালিককে বাদ দিয়ে অন্য মালিকের কাজ করতে লাগলো এবং তার মালিকের সম্পদ অন্য মালিকের কাছে পৌঁছাতে লাগলো। তোমরা কে চাইবে যে তার ক্রীতদাস এরকম করুক? মহান আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে আহার দান করেন। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আমি তোমাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ আল্লাহ তাঁর মুখমন্ডলকে বান্দার মুখন্ডলের উপর স্থাপিত রাখেন যতক্ষণ না সে এদিক ওদিক তাকায়। তাই যখন তোমরা নামায পড়বে, তখন এদিক ওদিক তাকাবে না। আর আমি তোমাদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিচ্ছি। আর এর উদাহরণ হলো, সেই ব্যক্তির মত, যে মিসকে আম্বারের থলে নিয়ে একদল লোকের সাথে রয়েছে তারা সবাই পায় মিসেকের সুগন্ধি। আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকে আম্বারের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়। আর আমি তোমাদেরকে সাদক্বা করার নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, এর উদাহরণ হলো, সেই লোকটির মত, যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার হাত দু'টিকে গর্দানের সাথে বেঁধে দিয়েছে এবং তাকে হত্যা করার জন্য পেশ করেছে। সে তখন বললো, আমি কি বিনিময় দিয়ে নিজেকে তোমাদের কাছ থেকে মুক্ত করতে পারি? এরপর সে

কমবেশী করে বিনিময় দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সে স্বীয় প্রাণকে মুক্ত করে নেয়। আর আমি তোমাদেরকে খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র করার নির্দেশ দিচ্ছি। আর এর উদাহরণ হলো, সেই ব্যক্তির মত, যাকে ধরার জন্য শত্রু দ্রুত গতিতে তার পিছনে পিছনে দৌড়তে আছে। ফলে সে এক মজবুত দূর্গে এসে আত্মগোপন করেছে। বান্দা যখন আল্লাহর যিক্‌র করতে থাকে, তখন সে খুব বেশী শয়তান থেকে হেফাযতে থাকে। এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'আমিও তোমাদেরকে এমন পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি, যার নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। (মুসলিমদের সাধারণ) জামাআতভুক্ত থাকবে, (নেতার নেতৃত্ব) শুনবে ও মেনে নেবে, হিজরত করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। কেননা, যে জামাআত থেকে এক বিঘত বেরিয়ে যায়, সে ইসলামের রশি স্বীয় গর্দান থেকে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, যদি সে আবার ফিরে না আসে। আর যে জাহেলিয়্যাতের মত ডাক পাড়ে, সে হলো জাহান্নামের স্তুপের অংশ।' বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি রোযা রাখে ও নামায পড়ে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'যদিও সে রোযা রাখে ও নামায পড়ে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম। কাজেই মুসলিমদেরকে সেই নামেই ডাকো যে নাম আল্লাহ রেখেছেন। আর তা হলো, মুসলিমীন, মু'মিনীন-ইবাদাল্লাহ।' (আহমদ/ সাহীহুল জামে')

হাদীস থেকে প্রমাণিত বিষয়ঃ অতীতের জাতি এবং পূর্বের আম্বিয়াদের সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছে। উপদেশের উদ্দেশ্যে কাহিনী শুনানো যায়। বান্দার উচিত নেক কাজের জন্য তাড়াতাড়ি

করা এবং দেরী না করা। আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) তাঁদের প্রতিপালককে খুব বেশী ভয় করতেন। (কোন কিছু)জ্ঞাত করানোর জন্য লোকদের একত্রিত করা এবং কথা-বার্তা আরম্ভ করার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করা। নির্দেশদাতা ও নিষেধকারীর সেই কাজ আগে পালন করা, যার প্রতি সে আহ্বান জানাচ্ছে, যাতে তা লাভ-দায়ক হয়। তাওহীদ হলো জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের প্রথম বিষয়। মানুষের জন্য বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করা, যাতে অনুধাবন পোক্ত হয়। শির্ক হলো অতি মহা পাপ। নামাযে বিনা প্রয়োজনে এদিক ওদিক চাওয়া হারাম। বেশী এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। যেমন কাজ তেমনি প্রতিদান দেওয়া হয়। যেমন, রোযাদার যেহেতু স্বীয় আত্মাকে ক্লান্ত করে তুলে এবং তার মুখের গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই আল্লাহর নিকট এটা মিসকে আম্বারের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়। আর সাদক্বা বান্দাকে পাপের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেয়। মুসলিমের স্বীয় আত্মাকে শয়তান থেকে হেফাযত করার সব থেকে বড় মাধ্যম হলো, পুতঃপবিত্র মহান আল্লাহর যিক্‌র। মুসলিমদের জামাআ'তকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব। অনুরূপ মুসলিম শাসকের অনুসরণ করাও ওয়াজিব, যদি সে অবাধ্যতার নির্দেশ না দেয়। জাহেলিয়্যাতের মত ডাক পাড়া হারাম। কারণ, এটা ইসলাম বিরোধী কাজ।

عن المغيرة بن سعد عن أبيه أو عن عمه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم (بفرقد فأخذت بزمام ناقته أو خطامها فدفعت عنه، فقال: ((دعوه فأربّ ما جاء به)) فقلت: نبئني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار.

قال: فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: ((لئن كنت أوجزت في الخطبة لقد أعظمت أو أطولت: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، وتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتوه إليك، وما كرهت لنفسك فادفع الناس منه)) ثم قال: ((خلّ عن زمام الناقة)) {رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. الصحيحة ١٤٧٧}

অর্থাৎ, মুগীরাঃ বিন সাআ'দ তার পিতা থেকে, বা তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি গারক্বাদ স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁর উটের লাগাম ধরে বসলাম। তাঁর কাছ থেকে আমাকে ঠেলে (সড়িয়ে) দেওয়া হচ্ছিল। (তা দেখে) তিনি বলেন, 'ওকে ছেড়ে দাও, হয়তো সে বড় প্রয়োজন নিয়ে এসেছে।' তখন আমি বললাম, আমাকে এমন আমলের খবর দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটে এনে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে করে দেবে। (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন তিনি আসমানের দিকে মাথা উঠালেন। অতঃপর বললেন, 'তোমার তলব অতি সংক্ষিপ্ত হলেও, তুমি অনেক বড় বা লম্বা জিনিস চেয়েছো। আল্লাহর ইবাদত করো তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, বায়তুল্লাহর হজ্জ করো, রমযান মাসে রোযা রাখো এবং মানুষের জন্য তুমি তা পেশ করো, যা তাদের কাছ থেকে তুমি পেতে ভালবাসো। আর যা তুমি নিজের জন্য অপছন্দ করো, তা মানুষদের থেকেও দূর করো।' তারপর তিনি বললেন, 'উটের লাগাম ছেড়ে

দাও।' (আব্দুল্লাহ বিন আহমদ যাওয়ায়েদুল মুসনাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন/ আস্‌সাহীহাঃ ১৪৭৭)

হাদীসে রয়েছে যে, যাবতীয় আমল ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত। তাওহীদের পর সব থেকে মহান আমল হলো নামায। ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য সব নামাযই হলো নফল, ওয়াজিব নয়। উত্তম চরিত্র ঈমানেরই আওতাভুক্ত জিনিস। মানুষের সাথে সদ্‌ব্যবহার উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত। নসীহত করার সময় সংক্ষিপ্ত করা। বড় বিষয়ের বেশী গুরুত্ব দেওয়া। আর দ্বীন হলো বিশ্বাস এবং কথা ও কাজের নাম।

তাওহীদের ফযীলয

عن عبادة بن الصامت–رضي الله عنه–قال: قال: ((من شهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, উবাদাঃ বিন সামেত (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ/উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই; আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁরই একটি শব্দ/হুকুম যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেন এবং তাঁরই পক্ষ থেকে দেওয়া একটি আত্মা। আর (সাক্ষ্য দেবে যে,) জান্নাত সত্য,

জাহান্নামও সত্য, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোন আমল করুক না কেন?' (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে, যা নির্মল তাওহীদের আবশ্যকীয় বিষয়। যেমন, এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে ঈসা (আলাই-হিস্‌সালাম) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। কেননা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসীরা এই মহান ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। আর এই বিশ্বাসও উহার (তাওহীদের) আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যে, ঈসাকে আল্লাহ তাঁর একটি এমন বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেন এবং তিনি (ঈসা আলাইহিস সালাম) তাঁরই পক্ষ থেকে দেওয়া একটি আত্মা। যখন বান্দার মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মে, তখন সে ক্রুশপন্থীদের থেকে পৃথক হয়ে সেই সত্যের অবলম্বী হয়ে যায়, যাতে নেই কোন সন্দেহ। জান্নাত, জাহান্নাম এবং পূনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস রাখাও তাওহীদের আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্বাস যে রাখবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও তার গোনাহ থাকে। তার শেষ পরিণতি হবে নেয়ামতে ভরা জান্নাতে চিরন্তন অবস্থান। আর হাদীসে আছে যে, জান্নাতের আটটি দরজা আছে।এ ব্যাপারে পরে আসেব।

عن أنس بن مالك–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم : ((من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة)) {رواه البخاري}

অর্থাৎ, আনাস বিন মালেক (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শির্ক না করে যে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে

জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (বুখারী)

হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলির অর্থ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে শুধু আমি বলতে চাই যে, বান্দার উচিত স্বীয় আক্বীদাঃ/ বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করার প্রতি এবং তাওহীদকে শির্কের সংস্পর্শ ও ধর্মদ্রোহিতার আবর্জনা থেকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখার প্রতি সর্বতোভাবে যত্নবান হওয়া, যাতে সে সুস্থ মন এবং সঠিক দ্বীন নিয়ে কিয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। কারণ, আল্লাহ প্রত্যেক মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

তাওহীদবাদী পাপী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না

عن أبي سعيد الخدري–رضي الله عنه–قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها، قد اسودّوا، فيلقون في نهر الحيا أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)) {رواه البخاري}

অর্থাৎ, আবু সাঈদ খুদরী (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর মহান আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে (জাহান্নাম থেকে) বের করো। তখন তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনা হবে। তখন তারা পুড়ে কালো হয়ে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে হায়াতের (সঞ্জীবনী) নদীতে ফেলে দেওয়া

হবে। ফলে তারা স্রোতের ধারে যেমন ঘাসের বীজ গজায়, তেমনি (সজীব) হয়ে উঠবে। তুমি কি দেখনি উক্ত বীজের গাছগুলো কেমন হলুদ বর্ণের তাজা ও ঘন হয়ে অংকুরিত হয়?' (বুখারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, ঈমানে মানুষের পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। মু'মিন পাপীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। মুসলিম তার পাপসমূহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে। সমস্ত আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ঈমান বাড়ে ও কমে। বান্দার উচিত ভাল কাজের কোন কিছুকে তুচ্ছ মনে না করা। যা ইন্দ্রিয়গম্য নয় তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুর দ্বারা। আমলগুলো কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে। মানুষের নিকট পরিচিত এমন জিনিস দ্বারা উদাহরণ পেশ করা যায়। জাহান্নামের শাস্তি বড় কঠিন -আল্লাহ আমাদেরকে যেন তা থেকে মুক্তি দেন-। বান্দাদের উপরে আল্লাহর রয়েছে বিস্তর রহমত। তাই তো তিনি সামান্য আমলের ভিত্তিতে এক জাতিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।

عن أنس–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((يخرج من النار من قال لاإله إلاّ الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلاّ الله وفي قلبه وزن برّة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلاّ الله وفي قلبه وزن ذرّة من خير)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আনাস (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে একটা যব পরিমাণ কল্যাণ

থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে একটা গম পরিমাণ কল্যাণ থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ থাকে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।' (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, তাওহীদবাদী পাপীরা জাহান্নাম থেকে বের হবে। কাবীরাঃ/বড় পাপ সম্পাদনকারীরা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। আর এটা হলো মুর্জিয়াদের মতের বিপরীত । তারা আবার জাহান্নাম থেকে বের হবে। আর এটা হলো খারেজীদের মতের পরিপন্থী। আর কথা ও বিশ্বাসের নামই হলো ঈমান। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাথে 'ওয়াযনা শায়ীরাতিম মিন খায়রিন ফী ক্বালবিহী' (অন্তরে একটা যব পরিমাণ কল্যাণ থাকে) কথাটিও জুড়ে দিয়েছেন। যা ইন্দ্রিয়গম্য নহে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুর দ্বারা। মহান আল্লাহর রহমত বিস্তৃত।তিনি বান্দার পূণ্যের কোন কিছুই বিনষ্ট করেন না। ঈমান বাড়ে ও কমে।

শির্ক থেকে সতর্ক করণ

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً} (النساء:٤٨)

অর্থাৎ, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার

সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। যে লোক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো, সে তো বড় মিথ্যা রচনা করলো এবং কঠিন গোনাহের কাজ করলো।' (নিসাঃ ৪৮)

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (الزمر:٦٥)

অর্থাৎ, 'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বেকার নবীদের প্রতি এই অহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবেন।' (যুমারঃ ৬৫)

{مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} (المائدة: الآية٧٢)

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।' (মায়েদাঃ ৭২)

{وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (الحج: من الآية٣١)

অর্থাৎ, 'যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলো, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো, অতঃপর তাকে হয় পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে যায়

কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে।' (হজ্জঃ ৩১)

عن أبي هريرة–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قال يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلاّ بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) {رواه البخاري ومسلم)

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাকো। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ঐগুলো কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, যে জীবন ও প্রাণকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তা অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তবে ন্যায়তঃ হত্যা করলে ভিন্ন কথা; সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের ধন-মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী সরল-মনের মু'মিন স্ত্রীলোকদের প্রতি চারিত্রিক অপবাদ আরোপ করা।' (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, পাপসমূহের মধ্যে তারতম্য আছে। কোন পাপ পাপীকে ধ্বংস করে দেয়। আর শির্ক হলো সব থেকে বড় পাপ। কেননা, শির্ক স্রষ্টার উপাস্যত্বকে কলুষিত করে, ধর্মত্যাগী বানায় এবং তাতে মহান আল্লাহর সাথে কুফরী হয়। যাদুও মহা

পাপের আওতাভুক্ত। কারণ, তাতে গায়েবী ইলমের দাবী করে আল্লাহ সৃষ্টদের ক্ষতি করা হয়। অতঃপর নিষ্পাপ প্রাণ হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। কেননা এতে রক্তপাত ঘটে, প্রাণনাশ হয় এবং পৃথিবীর অস্তিত্বের মূল উপাদান শেষ হয়ে যায়। আর তা হলো মানুষ। তবে ন্যায়ত হত্যা এর ব্যতিক্রম। যেমন, শরীয়তী খুনের বদলে খুন ইত্যাদির দায়ে হত্যা করা বিধিবদ্ধ। এ বিধান শরীয়ত কর্তৃক আনিত। আর এটা আল্লাহ প্রদত্ত সত্য বিধান। অতঃপর এমন ইয়াতীমের মাল-ধন ভক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে, যে নিজের মাল রক্ষা করতে পারে না। তারপর সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর সুদ খাওয়া হলো মহান আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করা এবং মালের ব্যাপারে তাঁর দেওয়া বিধান লঙ্ঘন করা। এরপর শত্রুর ভয়ে পালিয়ে যাওয়া এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে। এটা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য লাঞ্ছনাকর ব্যাপার, এতে কাফের শক্তিশালী হয় এবং এটা ঈমানদারদের জন্য দোষণীয়ও বটে। অতঃপর সেই পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মু'মিন স্ত্রীলোকেদর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কথা বলা হয়েছে, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে। যারা ব্যভিচার ও ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধকারী সকল উপায়-উপকরণ থেকে উদাসীন।তারা এসব থেকে অনেক দূরে। এখানে ধ্বংসকারী সাতটি পাপের কথা বলা হয়েছে, কেননা এগুলো হলো পাপসমূহের মূল এবং বড় বড় অন্যায়। কোন কোন আলেমগণ এর বেশীও উল্লেখ করেছেন।

عن أبي هريرة–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري

تركته وشركه)) {رواه مسلم}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেন, আমি শরীকদের অংশীদারীত্ব শির্ক থেকে মুক্ত, যে এমন কাজ করলো যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো আমি তাকে ও তার শির্কসহ বর্জন করি।' (মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, মুশরিকের আমলের কোন কিছুই গৃহীত হয় না। ইবাদতে ইখলাস/ ঐকান্তিকতা থাকা অত্যাবশ্যক। রিয়া (লোক দেখানো কাজ) শির্ক। যে লোককে দেখানোর জন্য কাজ করে, তার কাজ প্রত্যাখ্যাত হয়। আর তা বিভাজ্যও হয় না যে, কিয়দংশ গৃহীত হবে, আর কিয়দংশ প্রত্যাখ্যাত হবে, বরং সবই প্রত্যাখ্যাত হবে।। বান্দার উচিত স্বীয় আমল দ্বারা কেবল তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করা এবং স্বীয় নিয়তকে শির্ক থেকে পবিত্র রাখা।

عن أبي الدرداء–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلاّ من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا)) {رواه أبوداود/الصحيحة: ٥١١٠}

অর্থাৎ, আবুদ্দারদা (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'প্রত্যেক গোনাহ হতে পারে আল্লাহ মাফ করে দেবেন। কেবল তাকে মাফ করবেন না যে মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে, কিংবা এমন মু'মিন যে

অন্য মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে।' (আবু দাউদ/ আস্‌সহীহাঃ ৫১১০)

হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ মুশরিককে ক্ষমা করবেন না এবং তার আমল কখনোও কবুল হবে না। নেক কর্মসমূহ তার কোন উপকারে আসবে না। আর মহা পাপ থেকে যদি বান্দা তাওবা না করে, তাহলে তা মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন হবে। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন, আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দেবেন। আর ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করা জাহান্নামে চিরন্তন অবস্থানকে অপরিহার্য করে। কেউ কেউ বলেন, এটা তার ক্ষেত্রে হবে, যে এটাকে (হত্যা করাকে) বৈধ মনে করবে।

عن أبي الدرداء–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تشرك بالله وإن قطعت وحرّقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شرّ)) {رواه ابن ماجة/ الإرواء: ٢٠٢٦}

অর্থাৎ, আবুদ্দারদা (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় এবং জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আর ইচ্ছাকৃত-ভাবে ফরয নামায ত্যাগ করো না। কেননা, যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ত্যাগ করে, তার থেকে দায়িত্ব উঠে যায় (অর্থাৎ, তার প্রতি আল্লাহর কোন দায়িত্ব থাকে না) আর মদ পান করবে না। কারণ, তা প্রত্যেক অন্যায়ের চাবিকাঠি।' (ইবনে মাজাঃ/ আল ইরওয়াঃ ২০২৬)

হাদীসে রয়েছে যে, বান্দার আক্বীদায়ে তাওহীদ/ তাওহীদের বিশ্বাস থেকে দূরে সরা হারাম। তাতে অবস্থা যাই হোক না কেন। অন্তরকে বিশ্বাসে অটল রাখা তার উপর ওয়াজিব। আর কুফ্‌রীর জন্য স্বীয় বক্ষ উন্মুক্ত করা তার উপর হারাম। তবে জিভের ব্যাপারটা হলো, যদি সে ধৈর্য ধরতে না পারে, তাহলে সে তা বলতে পারে, যা তাকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে। যে নামায ত্যাগ করলো, সে কাফেরদের মত হয়ে গেল করলো এবং দ্বীনকে পিছে ঠেলে দিলো। পৃথিবীতে মদই হলো প্রত্যেক অন্যায়ের মূল। কেননা, যে মদ পান করে, তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, ফলে তখন সে প্রত্যেক অন্যায়-অনাচার করে বসে।

ঈমানের ফযীলত

عن عمر بن الخطاب–رضي الله عنه–قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا: فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال (((كلا إنيّ رأيته في النار في بردة غلّها أو عباءة))، ثم قال: ((يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلاّ المؤمنون)) قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لايدخل الجنة إلاّ المؤمنون. {رواه مسلم}

অর্থাৎ, উমার বিন খাত্তাব (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবারের যুদ্ধের দিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর একদল সাহাবী এসে বলতে লাগলেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ। এইভাবে তারা এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়

বললেন, অমুক শহীদ। (এ কথা শুনে) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'কখনোও নয়, আমি তাকে একটি চাদর অথবা আলখিল্লার জন্য জাহান্নামে দেখেছি'। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে খাত্তাবের ছেলে! যাও, লোককে বলে দাও, মু'মিনরা ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। তিনি (উমার রাঃ) বলেন, আমি তখন বেরিয়ে গিয়ে ঘোষণা দিলাম, শুনো, মু'মিনরা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম)

হাদীসে মহান এই ঘোষণার মাধ্যমে উমার (রাযী আল্লাহু আনহু)র মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে। প্রয়োজন বোধে, দায়িত্বমুক্ত হতে এবং হুজ্জত কায়েম করার ও লোকদের থেকে অজ্ঞতা দূর করার জন্য উপকারী জ্ঞানের ঘোষণা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আর আলেমের উচিত (দ্বীনের) গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা এবং জ্ঞানের মৌলিক বিষয় দিয়ে আরম্ভ করা।

عن أبي هريرة–رضي الله عنه– قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: ((إيمان بالله ورسوله))، قيل: ثم ماذا؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله))، قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور)) {رواه البخاري))

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। বলা হলো, তারপর কোন্টি? বললেন, 'আল্লাহর

রাস্তায় জিহাদ করা। বলা হলো, তারপর কোন্‌টি? বললেন, 'গৃহীত হজ্জ (বুখারী)

হাদীসে রয়েছে যে, ফযীলতের দিক দিয়ে ঈমানের পরিচ্ছদ-সমূহের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। আর কার্যকলাপে ঈমানদারদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। এতে মুর্জিয়াদের খন্ডন করা হয়েছে, যারা আমলকে ঈমান থেকে আলাদা ভাবে। প্রশ্নকারী ভিন্ন ভিন্ন হলে উত্তরও ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার পূর্বে কোন আমল গৃহীত হয় না। আল্লাহর পথে জিহাদ করা অতীব মহান কাজ এবং তা যাবতীয় নেক কাজের সর্বোত্তম কাজ। আর এমন হজ্জও উত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত, যাতে কোন পাপ মিশ্রিত হয় না। আলেমের কাছ থেকে বেশী বেশী জ্ঞান তলব করতে হয়। তবে তার উপর অত্যাধিক চাপ যেন না হয়। (সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়)

ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও উহার নিদর্শন

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}

অর্থাৎ, 'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ

করবে, বরং বড় সৎকর্ম হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে নিজ প্রয়োজন সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করে এবং দরিদ্র, সংকীর্ণতা, বিপদের সময় ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য অবলম্বন করে, তারাই হলো সত্যপন্থী এবং তারাই হলো পরহেযগার।' (আল-বাক্বারাঃ ১৭৭)

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (المؤمنون:١-١١)

অর্থাৎ, 'মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অবশ্য এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে

সীমালঙ্ঘনকারী হবে। আর যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাযত করে, এই লোকেরাই সেই উত্তরাধিকারী, যারা উত্তরাধিকার হিসাবে ফেরদাউস লাভ করবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।' (মু'মিনুন ১-১১)

عن أبي هريرة–رضي الله عنه–قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان من الإيمان)) {رواه البخاري ومسلم))

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'ঈমানের সত্তরের কিছু বেশী শাখা আছে। তন্মধ্যে উত্তম শাখা হচ্ছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, আর নিম্নতম শাখা হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।' (বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিম শরীফের)

হাদীসে এই বিবৃতি রয়েছে যে, ঈমানের শাখা-প্রশাখা আছে। উহা ভিন্ন ভিন্ন ফযীলতের দাবী রাখে। উহার সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ শাখা হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। চরিত্রের ব্যাপারটাও অনুরূপ। আর ঈমান যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ফযীলতের দাবী রাখে এবং বিভাজ্য, সেহেতু তা বাড়ে ও কমে। আর বান্দার উচিত কোন সৎ কাজকে অবজ্ঞা না

করা, যদিও তা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়ার কাজ হয়। তাওহীদ ব্যতীত কোন নেক কাজ পূর্ণতা লাভ করে না।

عن العباس بن عبد المطلب–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا)) ((رواه مسلم))

অর্থাৎ, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানের স্বাদ সেই পেলো, যে আল্লাহকে স্বীয় প্রতিপালক মেনে নিয়ে, ইসলামকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে নবী মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে'। (মুসলিম)

হাদীসে ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুর দ্বারা যা ইন্দ্রিয়গম্য নহে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (হাদীসে উল্লিখিত) তিনটি মূল নীতিই হলো দ্বীনের ভিত্তি। আর তা হলো, আল্লাহকে রব্ব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে নবী বলে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হওয়া। আর এই অর্থে মু'মিনদের পারস্পরিক বিরাট তফাৎ রয়েছে। ঈমানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা হলো অন্তরের কাজ। বান্দা যতটা তাওহীদের বাস্তব রূপ দেবে এবং ঈমানে যতটা নিষ্ঠাবান হবে, ততটা সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে।

عن أنس–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث من كنّ فيه وجد بهنّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،وأن يحب

المرء لا يحبه إلاّ لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار))

{رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আনাস (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'তিনটি জিনিস যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যে সর্বাধিক ভালবাসে, যে মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভালবাসে, আর কুফুরীর মধ্যে প্রত্যাবর্তনকে ঐরূপ অপছন্দ করে, যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে অপছন্দ করে'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে প্রমাণিত যে, ঈমানের স্বাদ আছে যা সেই পায়, যে ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসা এবং সকল ভালবাসার উপর সেই ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া ওয়াজিব। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে ভালবাসা হলো এমন ভালবাসা, যা আল্লাহর ভালবাসার আওতাভুক্ত। আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসা হলো ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত অর্থ এই হয় যে, কাফেরের প্রতি ঘৃণা পোষণও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কুফুরী ও কাফেরদের যাবতীয় কাজকে ঘৃণা করা ওয়াজিব। 'রিদ্দা'/দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া এবং ধর্মত্যাগী হওয়া ঘৃণিত জিনিস। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অন্যদের প্রতি বেশী ভালবাসা রাখা হারাম। (আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,)

{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ }

অর্থাৎ, 'বলে দাও, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় করো এবং তোমাদের সেই বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েদ দান করেন না'। (তাওবাঃ ২৪)

عن جابر بن عبد الله–رضي الله عنه–قال: قيل: يا رسول الله! أي الإيمان أفضل؟ قال: ((الإيمان: الصبر والسماحة)) {رواه ابن أبي شيبة في مصنفه/ الصحيحة ٥٥٤}

অর্থাৎ, জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি) অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ ঈমান সর্বোত্তম? তিনি বলেন, ঈমান হলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নাম'। (হাদীসটি ইবনে আবী শাইবা তাঁর 'মুসান্নাফ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন/ আস্‌সাহীহাঃ ৫৫৪)

হাদীসে ঈমানের ব্যাখ্যা উহার মহান বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ গুণের দ্বারা করা হয়েছে। আর তা হলো, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। কেননা, ধৈর্য হলো ঈমানের এমন মূল, যার সাহায্যে নির্দেশিত বস্তু সম্পাদন করা (সহজ) হয়, নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকা (আসান) হয় এবং

নির্ধারিত ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধারণ করাও (অনায়াস সিদ্ধ) হয়। আর সহিষ্ণুতার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট যা আছে, তা পাওয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁর মহান অঙ্গীকারে বক্ষ উন্মুক্ত হয়। ঈমান আক্বিদাঃ/বিশ্বাস এবং যাবতীয় আমল ও আখলাককে শামিল।

عن أبي أمامة–رضي الله عنه–قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: ((إذا سرّتك حسنتك، وساءتك سيئتك فأنت مؤمن))، قال: يارسول الله فما الإثم؟ قال: ((إذا حاك في صدرك فدعه)) {رواه أحمد/ الصحيحة ٥٥٠}

অর্থাৎ, আবী উমামাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কাকে বলে? তিনি বলেন, 'যখন তোমার ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে এবং মন্দ কাজ নিরানন্দ, তখন (জানবে) তুমি মু'মিন। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পাপ কাকে বলে? তিনি বললেন, 'যদি তোমার অন্তরে কোন জিনিসের খটকা আসে, তবে তা বাদ দিও'। (আহমদ/ আস্‌সাহীহাঃ ৫৫০)

হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনকে তার ভাল কাজ আনন্দ দান করে এবং তার আনুগত্য তাকে প্রসন্ন করে। কিন্তু মুনাফেক্ব ও পাপীর ব্যাপার এর বিপরীত। সে আনুগত্যে পরিতুষ্ট নয় এবং উহার স্বাদও সে পায় না। আর সে পাপ করে কষ্ট পায় না এবং উহার তিক্ততাও সে পায় না। ভাল কাজে আনন্দ বোধ উহার

নেকীকে আরোও বৃদ্ধি করে এবং পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া উহার শাস্তিকে লাঘব করে। মু'মিনের নিকট এমন হার্দিক নিক্তি রয়েছে, যদ্দ্বারা সে তার ঈমানের পরিমাপ জানতে পারে।

عن فضالة بن عبيد–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم من المؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)) {رواه أحمد/الصحيحة: ٥٤٩}

অর্থাৎ, ফুযালাহ বিন উবায়েদ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না মু'মিন কে? (মু'মিন হলো সেই) যার থেকে মানুষের মাল ও জান সুরক্ষিত। আর মুসলিম হলো সেই, যার জিভ ও হাতের অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে। আর মুজাহিদ হলো সেই, যে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য স্বীয় নাফ্‌সের সাথে জিহাদ করে। আর মুহাজির হলো সেই, যে যাবতীয় অন্যায় কাজ ও পাপ ত্যাগ করে'। (আহমদ/আস্‌সাহীহাঃ ৫৪৯)

হাদীসে মু'মিনের পরিচয় তার মহৎ গুণ এবং সুন্দর চরিত্রের দ্বারা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, মু'মিন হলো সেই, যে নিজেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত রাখে, মানুষরা তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকে, তার প্রতি তারা সন্তুষ্ট থাকে এবং তার ক্ষতি থেকে তাদের জান ও মাল সুরক্ষিত থাকে। আর মুহাজিরের ব্যাখ্যা হিজরতের এক সুমহান কর্ম দ্বারা করা হয়েছে। তা হলো, অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকা, সমস্ত পাপ-দুষ্কৃতি ত্যাগ করা

এবং তাঁর কাছে নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা যিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

عن سفيان بن عبد الله الثقفي–رضي الله عنه–قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((قل: آمنت بالله، فاستقم)) {رواه مسلم}

অর্থাৎ, সুফয়ান বিন আব্দুল্লাহ আষষাক্বাফী (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলে দিন, যা আমি আপনি বাদে অন্য কারো কাছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবো না। তিনি বলেন, 'বলো, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। তারপর এর উপর অবিচল হয়ে যাও'। (মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, এই বাক্যটি হলো দ্বীনের সারাংশ এবং মিল্লাতের সব কিছু। এর অর্থ হলো, বিশ্বাস এবং কথা ও কাজ সব দিক দিয়েই ঈমান আনা। আর এই মহান নীতির উপর অবিচল থাকার অর্থ হলো, অব্যাহতভাবে তার উপর টিকে থাকা। আর 'আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি' বাক্যটির দাবী হলো, আল্লাহর রুবূবিয়াতের (প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ) উপর, তাঁর উলুহিয়্যাতের (উপাস্যত্বের একত্ববাদ) উপর, তাঁর নামসমূহের উপর, তাঁর গুণাবলীর উপর এবং তিনি তাঁর গ্রন্থে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন ও তাঁর রাসূলগণকে যা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেসবের উপর ঈমান আনা। আর 'এর উপর অবিচল থাকো' বাক্যটির অর্থ হলো, দ্বীনের সকল বিষয়কে সুন্দরভাবে ও সঠিক পন্থায়

সম্পাদন করা। এই হলো দ্বীনের সার্বিক বিষয়।

عن أنس–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَ إليه من والده وولده والناس أجمعين)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, আনাস (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হয় না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও অধিক প্রিয় হই'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে সাহাবাদের জন্যে যে সম্বোধন বাক্য ব্যবহৃত হয়, সে সম্বোধন সকল উম্মতের জন্য। ভালবাসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা অন্তরের কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং তা দ্বীনেরই কাজ। ঈমানদার-দের পারস্পরিক ঈমানে তারতম্য আছে। ঈমান বাড়ে ও কমে। রাসূলের প্রতি ভালবাসা রাখা তাঁর উম্মতের উপর ফরয। তাঁর প্রতি ভালবাসা হলো দ্বীনের শক্ত হাতলগুলির অন্যতম হাতল। রাসূলের ভালবাসার উপর পিতা, পুত্র এবং অন্য কারো ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া হারাম।

عن أنس–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم : ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আনাস (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ

ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার মুসলিম ভায়ের জন্যও না করে'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে অন্তরের কর্মসমূহকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে মানুষের পারস্পরিক তফাতের কথাও বলা হয়েছে। মুসলিমের উপর তার ভায়ের অধিকার হলো, তার কল্যাণ কামনা করা, যেমন সে নিজের কল্যাণ কামনা করে এবং সে নিজের জন্য যা অপছন্দ করে, তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তা অপছন্দ করা। হাদীসে মু'মিনদেরকে ধোঁকা দিতে এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, উহা ঈমানদারদের চরিত্র নয়। হাদীস দ্বারা ঈমান বাড়ার ও কমার প্রমাণ হয়। অর্থাৎ, পুণ্যময় কাজের দ্বারা ঈমান বর্ধিত হয় এবং অবাধ্যতা ও পাপের দ্বারা তা হ্রাস পায়।

ঈমান বাড়ে ও কমে

عن حنظلة–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم:((والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة، على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة! ساعة ساعة)) {رواه مسلم}

অর্থাৎ, হানযালাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ আমি তাঁর শপথ করে বলছি! আমার নিকট থাকাকালে তোমাদের যে হাল হয়, যদি তোমরা সর্বদা এ অবস্থায়

অবিচল থাকতে এবং সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল থাকতে, তবে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতেন। কিন্তু হে হানযালা! এক ঘন্টা, এক ঘন্টা'। (অর্থাৎ, এক ঘন্টা আল্লাহর যিক্‌রে, আর এক ঘন্টা পার্থিব কাজে ব্যয় করবে।) (মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কখনো কখনো কিছু উদাসীনতা তার মধ্যে অবশ্যই আসে। আর সাহাবাদের উত্তম অবস্থা তখন হতো, যখন তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। বান্দার দ্বারা পাপ সংঘটিত হওয়া এক রকম জরুরী জিনিস। যাতে তার আত্মগর্ব দূর হয়ে সাব্যস্ত হয় যে সে একজন দাসমাত্র এবং সে তার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সৃষ্টির আবিষ্কার ও উহার নিশ্চিহ্ন করণ আল্লাহর জন্য অতি সহজ ব্যাপার। সৎ মু'মিনরা ফেরেশতাদেরকে কখনো দেখেন এবং তাঁদের সাথে মুসাফাহাও করেন। কোন কোন ওলীদের সাথে এ রকম ঘটেছে। ফেরেশতারা নেক লোকদের বাড়ির যিয়ারত করেন।

عن عبد الله بن عمرو–رضي الله عنهما–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الإيمان ليخلَق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدّد الإيمان في قلوبكم)) {رواه الطبراني في الكبير/ الصحيحة: ١٤٨٥}

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

'ঈমানও তোমাদের কারো অন্তরে ঐরূপ পুরনো হয়ে যায়, যেরূপ কাপড় পুরনো হয়ে যায়। অতএব তোমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো তিনি যেন তোমাদের অন্তরে ঈমান নবায়ন করে দেন'। (তাবরানী/ আস্‌সাহীহাঃ ১৪৮৫)

হাদীসে রয়েছে যে, ঈমান পাপের কারণে দুর্বল হয়ে যায় এবং উদাসীনতার জন্য তা অন্তরে পুরনো হয়ে যায়। ফলে যিক্‌র, দোআ', কুরআন পাঠ এবং নেক আমলের মাধ্যমে ঈমানের ঐরূপ নবায়ন করতে হয়, যেরূপ কাপড়ের নবায়ন করা হয়। আর বান্দার উচিত স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার, উহার বৃদ্ধির এবং উহার উপর অবিচল থাকার জন্য প্রার্থনা করা।

عن أبي هريرة– رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان))

{رواه أبوداود/الصحيحة: ٥٠٩}نن

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন বান্দা ব্যভিচার করে, তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে ছায়ার মত ঝুলে থাকে। অতঃপর সে যখন তা ত্যাগ করে, ঈমান আবার তার কাছে ফিরে আসে'। (আবু দাউদ/ আস্‌সাহীহাঃ ৫০৯)

হাদীসে পাপের ক্ষতির বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, উহা ঈমানের পূর্ণতায় ঘাটতি আনে এবং তাতে দোষ ঢুকিয়ে দেয়। আর

ঈমান কোন কোন সময়ে বিলুপ্তও হয়ে যায়। এই হাদীসে মুর্জিয়াদের খন্ডন করা হয়েছে, যারা বলে, ঈমান থাকতে গোনাহ কোন ক্ষতি করে না। আহলে সুন্নাতের মত অনুযায়ী ঈমান বাড়ে ও কমে। আর হাদীসে রয়েছে যে, ইন্দ্রিয়গম্য নহে এমন বস্তুও কখনো ইন্দ্রিয়গম্য জিনিসের রূপ ধারণ করে। ব্যভিচার খুবই অশুভ এবং উহা সব চেয়ে জঘন্য পাপ। বান্দার উচিত স্বীয় ঈমান নষ্ট হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। আর এই (সতর্কতা) হয় পাপ থেকে বিরত থেকে এবং নিষ্ঠার সাথে তাওবা করে।

عن أبي هريرة– رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন থাকে না। মদখোর যখন মদ খায়, তখন সে মু'মিন থাকে না। চোর যখন চুরি করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না। আর ঈমানদার থাকা অবস্থায় কেউ দিন-দুপুরে এভাবে ডাকাতি-ছিনতাই করে না যে, মানুষ তার দিকে চেয়ে থাকবে, আর সে ডাকাতি ও ছিনতাই করে যাবে'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, মহাপাপসমূহ হলো পূর্ণ ঈমানের পরিপন্থী জিনিস। ঈমান ঈমানদারকে পাপ থেকে বিরত রাখে। এতে মুর্জিয়াদের খন্ডন করা হয়েছে, যারা বলে, ঈমান থাকতে পাপের দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না। হাদীসে তার প্রতি কঠোর ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে, যে কাবীরাঃ গোনাহ সম্পাদন করে। আর গোনাহের মধ্যে ছোট ও বড় আছে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী

আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর সাথে বসে ছিলাম। আমাদের সাথে আবু বাকার ও উমার (রাযী আল্লাহু আনহুমা) উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদের কাছ থেকে উঠে কোথাও চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে বেশ বিলম্ব করতে লাগলেন। আমরা আশংকা করতে লাগলাম যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তাঁকে আবার কেউ কষ্ট দিয়ে বসে। কাজেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠে পড়লাম। আর আতঙ্কগ্রস্তদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। তাই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খোঁজে বেরিয়ে গেলাম। অতঃপর নাজ্জার গোত্রের এক আনসারীর বাগানে উপস্থিত হলাম। আমি বাগানের কোন দরজা আছে কি না তার খোঁজাখোঁজি করতে লাগলাম, কিন্তু পেলাম না। হঠাৎ দেখি একটি নালা বহিস্থ এক কুয়া থেকে বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। আমি শিয়ালের মত কুঁকড়িসুকড়ি হয়ে বাগানে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লামের নিকটে পৌঁছে গেলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, 'আবু হুরায়রাঃ'? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, 'তোমার ব্যাপার কি'? বললাম, আপনি আমাদের সাথে ছিলেন। অতঃপর উঠে কোথাও চলে গেলেন এবং ফিরতে দেরী হলে আমরা আশংকা করতে লাগলাম যে, আমাদের অবর্তমানে আপনাকে আবার কেউ কষ্ট দিয়ে দেয়। কাজেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আর আতঙ্কগ্রস্তদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। তাই বাগানে এসে শিয়ালের মত কুঁকড়িসুকড়ি হয়ে ঢুকে পড়লাম। লোকরা সব আমার পিছনে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'তুমি আমার এই জুতো দু'টি নিয়ে যাও এ বাগান পেরিয়ে যার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ/ উপাস্য নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও'। অতঃপর সর্ব প্রথম যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো তিনি হলেন উমার (রাযী আল্লাহু আনহু)। তিনি বললেন, এ জুতো দু'টির কি ব্যাপার হে আবু হুরায়রাঃ? আমি বললাম, এ দু'টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জুতো। তিনি এ দু'টি দিয়ে আমাকে এই জন্যে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ/ উপাস্য নেই, তবে তাকে যেন আমি জান্নাতের সুসংবাদ দেই। (এ কথা শুনে উমার রাযী আল্লাহু আনহু) তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে আঘাত করলেন। ফলে আমি চিত হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর বললেন, হে আবু হুরায়রাঃ! তুমি ফিরে যাও।

আমি তখন কাঁদোকাঁদো অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর নিকট উপস্থিত হলাম। উমার (রাযী আল্লাহু আনহু)ও আমার পিছনে পিছনে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'কি ব্যাপার আবু হুরায়রাঃ'? বললাম, উমার (রাযী আল্লাহু আনহু)র সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তাঁকে আমি সে খবর জানালাম যা দিয়ে আপনি আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন। (একথা শুনে) তিনি আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি চিত হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর বললেন, ফিরে যাও। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'হে উমার! কোন্ জিনিস তোমাকে এ কাজের উপর উদ্বুদ্ধ করলো'? তিনি (উমার রাযী আল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! -আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক- আপনি কি আবু হুরায়রাকে আপনার জুতো দু'টি দিয়ে এই জন্যে পাঠিয়ে ছিলেন যে, যারই সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ/ উপাস্য নেই, তবে সে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'হ্যাঁ'। তখন উমার (উমার রাযী আল্লাহু আনহু) বললেন, আপনি এ রকম করবেন না। কারণ, আমি আশংকা করছি যে, তাহলে লোকেরা এরই উপরে নির্ভরশীল হয়ে যাবে। কাজেই তাদেরকে আমল করতে দিন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'ঠিক আছে তাদেরকে আমল করতে দাও'। (মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, সত্যের প্রমাণের জন্য কোন নিদর্শন দেওয়া

যায়। ভাল ও আনন্দদায়ক খবরের ব্যাপক প্রচারের কথাও হাদীসে রয়েছে। আর রয়েছে যে, সেই জ্ঞানই প্রচার করতে হয়, যা মানুষের জন্য সন্দেহ ও সংশয়ের কারণ না হয়। অনুরূপ এই হাদীসে রয়েছে যে, উমার (রাযী আল্লাহু আনহু) আবু হুরায়রাকে ফিরিয়ে দেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলেন যে, আমি আশংকা করছি যে তারা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, আর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লম) তাঁর এ কথা মেনে নেন।

عن أبي هريرة–رضي الله عنه–قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاكّ فيهما إلاّ دخل الجنة)) {رواه مسلم}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে ব্যক্তি কোন প্রকার সন্দেহ না করে এই দু'টি বাক্য নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

হাদীসে উভয় 'শাহাদাত' বাক্যের প্রমাণ রয়েছে। আর এ দু'টি হলো একে অপরের অবিচ্ছেদ অংশ। উভয়ের কোন একটিকে বাদ দিলে, অপরটি অসম্পূর্ণ থাকে। আর যে এই বাক্য দু'টির সাক্ষ্য দেবে, তাকে বড় প্রত্যয়ের সাথে সাক্ষী দিতে হবে। কেননা, কালেমার ব্যাপারে সন্দেহ করা হলো উহার পরিপন্থী জিনিস। তাওহীদবাদীদের

শেষ পরিণতি হলো জান্নাত। যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পূর্ণ বিশ্বাসী হয়, সে উহার দাবী অনুযায়ী আমলও করে। আর আন্তরিক বিশ্বাস হলো কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কেবল মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট হবে না।

عن أبي موسى الأشعري–رضي الله عنه– قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم: ومعي نفر من قومي فقال (:((أبشروا، وبشروا من وراءكم، أنه من شهد أن لا إله إلاّ الله صادقا بها دخل الجنة))، فخرجنا من عند النبي نبشر الناس، فاستقبلنا عمر بن الخطاب فرجع بنا إلى رسول الله (فقال عمر: يا رسول الله إذاً يتكل الناس. قال: فسكت رسول الله) {رواه أحمد/ الصحيحة: ٧١٢}

অর্থাৎ, আবু মুসা আশআ'রী (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমার সাথে আমার গোত্রের একদল লোকও ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'তোমরা সুসংবাদ শুনে নাও এবং তোমাদের অনুপস্থিত ব্যক্তিদের-কেও সুসংবাদ দিয়ে দাও যে, যে ব্যক্তি সততার সাথে এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। তারপর আমরা মানুষদেরকে সুসংবাদ শুনানোর জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কাছ থেকে বেরিয়ে গেলাম। অতঃপর উমার (রাযী আল্লাহু আনহু)র সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটলে তিনি আমাদেরকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লাম)এর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো লোকেরা (এরই উপর) ভরসা করে বসবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চুপ করে গেলেন। (আহমদ/ আস্‌সাহীহাঃ৭ ১২)

হাদীসে রয়েছে যে, মানুষের কাছে যে জিনিস প্রিয় তার সুসংবাদ দেওয়া যায়। আর সব থেকে মহান সুসংবাদ হলো, নিষ্ঠাবান তাওহীদবাদীদেরকে জান্নাত প্রবেশের সুখবর শুনানো। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উহার পাঠকের উপকারে আসবে, যদি উহা আন্তরিকতার সাথে হয়, উহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, উহার পাঠে সততা থাকে, আল্লাহর জন্যই উহা পাঠ করে থাকে এবং উহার দাবী অনুযায়ী আমল করে থাকে। যে এ রকম করে, তার ঠিকানা হয় নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে। আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর সাক্ষ্য প্রদান ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না এও সাক্ষ্য দেবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আর আমলসমূহের মধ্যে এই 'শাহাদাঃ'/সাক্ষ্য প্রদানই হলো সব চেয়ে বৃহত্তম আমল, এরই প্রতি সমস্ত রাসূলগণ (তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষণ হোক) আহ্বান জানিয়েছেন।

عن عثمان بن عفان–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم:

((من مات وهو يعلم أن لا إله إلاّ الله دخل الجنة)) رواه مسلم

অর্থাৎ, উষমান বিন আফফান (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এই বিশ্বাস নিয়ে

মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'য়্যা'লামু'তে 'ইলম' এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর উলূহিয়্যাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। মহিমময় আল্লাহকে এক ও একক ভাবা। এই বিশ্বাসে নিষ্ঠাপূর্ণ হওয়া। এই স্বীকৃতিতে সত্যবাদী হওয়া এবং এই বুনিয়াদী সত্যের জন্য নসীহত করা। এই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মধ্যে রয়েছে অস্বীকৃতি ও স্বীকৃতি। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য সমস্ত উপাস্যের অস্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং কেবল পূত-পবিত্র আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ফযীলত

عن عبد الله بن عمرو–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الله سيخلّص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كلّ سجل مدّ البصر، ثمّ يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا ربّ.فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربّ، فيقول: بلى، إنّ لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمدا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربّ! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفّة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم)) {رواه أحمد/ الصحيحة: ١٣٥}

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন উপস্থিত সমস্ত মানুষের সামনে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে মুক্তি দেবেন। তার সামনে (তার কৃত কর্মের) ৯৯টি দপ্তর তুলে ধরা হবে। প্রত্যেকটি দপ্তরের পরিসর হবে চোখের দৃষ্টি অবধি। অতঃপর বলবেন, এর কোন কিছু কি তুমি অস্বীকার করছো? আমার তত্ত্বাবধয়ক লেখকবৃন্দ তোমার উপর অবিচার করেছে নাকি? সে বলবে, না, হে আমার প্রতিপালক। তখন বলবেন, তোমার কি কোন অজুহাত, বা কোন নেকী আছে? সে তখন হতভম্ব ও বিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং বলবে, না, হে আমার প্রতিপালক (আমার কোন নেকী নেই)। আল্লাহ বলবেন, কেন নাই, অবশ্যই তোমার একটি নেকী আমার কাছে রয়েছে। তোমার উপর আজ কোন অবিচার করা হবে না। অতঃপর তার জন্য একটি কাগজের টুকরা বের করবেন যার মধ্যে থাকবে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল'। তারপর বলবেন, ওটাকে হাজির করো। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এত বড় বড় দপ্তরের সামনে সামান্য এই কাগজের টুকরা দিয়ে কি হবে? বলা হবে, তোমার উপর অবিচার করা হবে না। অতঃপর দপ্তরগুলো একটি পাল্লায় রাখা হবে। দপ্তরগুলো হালকা হয়ে যাবে এবং কাগজের টুকরাটি ভারী হয়ে যাবে। তবে কোন জিনিস 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর উপর ভারী হবে না'। (আহমদ/ আস্‌সাহীহাঃ ১৩৫)

হাদীসে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাহাত্ম্য এবং দাঁড়ি-পাল্লায় উহার ভারী হওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে। আর এও তুলে ধরা হয়েছে যে, এই কালেমা হলো, আমলের দিক দিয়ে সব চেয়ে বেশী ভারী আমল, নেকীর মধ্যে সব চেয়ে বড় নেকী এবং আনুগত্যের মধ্যে সব চেয়ে মহান আনুগত্য। যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বাস্তব রূপ দেবে, উহার মৌখিক স্বীকৃতিতে সত্যবাদী হবে এবং উহার বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান হবে, কালেমা তার উপকারে আসবে এবং কালেমার দাবী অনুযায়ী আমল করলে তার পাপসমূহ মার্জিত হবে। হাদীসে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ার কথা তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, বান্দার উচিত স্বীয় প্রতিপালকের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখা, তাঁর রহমতের আশা করা, তাঁর ক্ষমা থেকে নিরাশ না হওয়া এবং তাঁর দয়া থেকে হতাশ না হওয়া। কেননা, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। আর হাদীসে রয়েছে যে, কোন কোন মানুষের হিসাব সকলের উপস্থিতিতে হবে। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অবিচার করবেন না। মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দার হিসাব সরাসরি নেবেন কোন দোভাষী থাকবে না। অনুরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আমলের দপ্তর রয়েছে, যাবতীয় নেকী ও পাপ লিপিবদ্ধ হয়। তাওহীদের ফযীলত অনেক। তত্ত্বাবধায়ক লেখক ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনতে হয়। আর ন্যায় কর্মসমূহ অন্যায় কর্মসমূহকে দূর করে দেয়, সে কথাও বলা হয়েছে হাদীসে।

عن أسامة بن زيد–رضي الله عنهما–قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله

إلاّ الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أ قال لا إله إلاّ الله وقتلته؟))، قلت: إنما قالها خوفا من السلاح. قال: ((أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا)) فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, উসামা বিন যায়েদ (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদেরকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। আমরা অতি ভোরে জুহায়নার হুরুক্বা গোত্রটির উপর আক্রমণ করলাম। আমি এক ব্যক্তিকে পেয়ে বসলে সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে ঈমান গ্রহণের ঘোষণা করলো। আমি তাকে আঘাত করলাম। তবে এ ব্যাপারে আমার মনে সংশয় সৃষ্টি হলে, রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তা জানালাম। তিনি তখন বললেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করেছো?' আমি বললাম, সেতো অস্ত্রের ভয়ে কালেমা পড়েছিলো। তিনি বললেন, 'তুমি তার অন্তরটা ফাড়লে না কেন তাহলে জানতে পারতে সে ভয়ে বলেছিলো, কি না'। তিনি বার বার একথাটির পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিলো, যদি আজ আমি ইসলাম গ্রহণ করতাম'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললো, তার রক্ত সুরক্ষিত হয়ে গেলো এবং তার ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ। যে এই কালেমা পড়বে, তাকে কোন প্রকারের আঘাত দেওয়া হতে

বিরত থাকতে হবে। দুনিয়াতে মুনাফেক্বের সাথে কাফেরের মত আচরণ করা যাবে না, যদিও সে কাফেরের চেয়েও বেশী জঘন্য। কেননা, সে ইসলামের বাহ্যিক স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কুফরী গোপন করেছে। যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, কিয়ামতের দিন উহা (কালেমা) তার উপকারে আসবে। বান্দার উচিত যুদ্ধের সময় ভালভাবে নিশ্চিত হওয়া, যাতে সে (অজানতে) কোন নিষ্পাপের রক্ত বয়ে না ফেলে এবং কোন মুসলিম প্রাণ হত্যা করে না বসে। আর মানুষের অন্তরের বিশ্বাস সম্পর্কে জানা বান্দার কাজ নয়, বরং এটা মহান আল্লাহর উপর সোপর্দ।

আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী

{هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ،)هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

(الحشر ٢٢-٢٤)

অর্থাৎ, 'তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দয়াবান। তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, সংরক্ষক, পরাক্রান্ত,

প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। আল্লাহ পবিত্র সেই শির্ক হতে যা লোকেরা করছে। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, অস্তিত্ব দানকারী, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভুমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়'। (হাশ্‌র ২২-২৪)

{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (لأعراف:١٨٠)

অর্থাৎ, 'আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে সব নাম ধরেই তাঁকে ডাকো। আর তাদেরকে বর্জন করো, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে'। (আ'রাফ ১৮০)

عن أبي هريرة–رضي الله عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلاّ واحدة، من أحصاها دخل الجنة، الله وتر يحب الوتر)) {رواه البخاري ومسلم واللفظ له}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'অবশ্যই আল্লাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তার হেফাযত (মুখস্থ ও আমল) করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালবাসেন'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে মহান আল্লাহর পূর্ণ একত্ববাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি এক ও একক তাঁর কোন শরীক নেই। 'ভালবাসা' আল্লাহর একটি গুণ যা হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং তিনি কিছু প্রকারের মানুষকে, কোন কোন কথা ও কর্মসমূহকে এবং কোন কোন স্থান ও কালকে ভালবাসেন। সংখ্যার মধ্যে তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন। তাই শরীয়তের বিধানের অধিকাংশ সংখ্যা বেজোড় এসেছে। যেমন, দিন শেষ হয় বেজোড় সংখ্যায়, আর তা হলো মাগরিবের নামায। আর রাতের শেষ নামায হলো বেজোড়। তাওয়াফ ও সাঈ হলো সাত চক্কর। তাসবীহ হলো ৩৩ বার এবং আল্লাহর নামগুলো হলো নিরানব্বইটি।

عن أنس بن مالك–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ السلام اسم من أسماء الله تعالى وضع في الأرض، فأفشوا السلام بينكم))

{ رواه البخاري في الأدب المفرد/ الصحيحة: ١٨٤}

অর্থাৎ, আনাস বিন মালেক (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'সালাম হলো আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম, যা পৃথিবীতে রাখা হয়েছে। কাজেই তোমরা আপসে সালামের প্রচলন কর।' (এই হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর 'আদাবুল মুফরাদ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন/ আস্‌সাহীহাঃ ১৮৪)

হাদীসে রয়েছে যে, 'সালাম' মহান আল্লাহরই একটি নাম। তাঁর নাম অনেক। তাঁর নামগুলো সব 'তাওক্বীফীয়াঃ'। (অর্থাৎ, কুরআনে ও হাদীসে যা উল্লিখিত তা ব্যতীত অন্য নামে তাঁকে

আখ্যায়িত করা যাবে না) বান্দার উচিত নামসমূহের ও গুণাবলীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা এবং উহার মধ্যে বান্দার জন্য যা উপযুক্ত তার দাবী অনুযায়ী আমল করা। যেমন, সালাম, রাহমান, কারীম ও হালীম। মু'মিনদের আপসে সালামের প্রচলন সৃষ্টি করা ওয়াজিব। কেননা, এতে ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেম-প্রীতির সৃষ্টি হয়। সালামের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে একটি লক্ষ্য হলো মু'মিনদের আপোসে শান্তি স্থাপন দান যা শরীয়তের দাবীসমূহের অন্যতম দাবী। কারণ, মুসলিম তো সেই, যার জিভ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ।

عن يعلى بن أمية–رضي الله عنه– قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((إنّ الله حييّ ستّير يحب الحياء والتستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)) {رواه أبوداود–صحيح الجامع}

অর্থাৎ, ইয়ালা বিন উমায়্যাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একজনকে মুক্তমাঠে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি মিম্বারে উঠে আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, 'অবশ্যই আল্লাহ লজ্জাশীল এবং অত্যধিক আবরণকারী। তাই তিনি লজ্জা ও আবরণকে ভালবাসেন। কাজেই তোমাদের কেউ যখন গোসল করে, তখন সে যেন নিজেকে আড়াল করে'। (আবু দাউদ/ সাহীহুল জামে')

হাদীসে আল্লাহর দু'টি নাম রয়েছে। আর তা হলো, 'হায়্যেউন'/ খুব লজ্জাশীল এবং 'সিত্তীর' অতীব আবরণকারী। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ মশা কি তদপেক্ষাও নিকৃষ্টতর কোন জিনিসের দৃষ্টান্ত পেশ করতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না।' অতএব আল্লাহর লজ্জাবোধ আছে যা তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোন সৃষ্ট বস্তুর লজ্জার সাথে তা তুলনীয় নয়। হাদীসে এও প্রমাণিত যে, 'ভালবাসা' মহান আল্লাহর একটি গুণ। মুসলিমের উচিত গোসল করার সময় এবং প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় নিজেকে আড়াল করা। লজ্জা ও গোপন করা হলো মু'মিনের গুণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। লজ্জার পুরোটাই ভাল। হাদীসে আছে যে, আনসারদের একজন মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা করেন না--হাদীসের অর্থ হলো, আল্লাহর লজ্জাবোধ আছে যা তার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

عن سلمان الفارسي–رضي الله عنه– قال: قال: ((إنّ الله حيّي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبين)) {رواه أحمد/ صحيح الجامع}

অর্থাৎ, সালামান ফারসী (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'অবশ্যই আল্লাহ লজ্জাশীল ও বদান্য। তাই মানুষ যখন তার উভয় হাত তাঁর কাছে পাতে তিনি তা শূন্য ও ব্যর্থ ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন'। (আহমদ/ সাহীহুল জামে')

হাদীসে মহান আল্লাহর দু'টি গুণ, 'লজ্জাবোধ এবং বদান্যতা'

কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যা তাঁর গৌরবময় সত্তার জন্য উপযুক্ত। তিনি লজ্জাবোধ করেন, তবে তা সৃষ্ট বস্তুর লজ্জার মত নয়। কেননা, আল্লাহর গুণাবলী আমাদের গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। দোআ'র আদব হলো হাত উঠানো। এতে দোআ'র বরকত ও ব্যাপক কল্যাণ রয়েছে। বান্দার উচিত স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হওয়া। আল্লাহর অনুগ্রহ-দয়া বিস্তর এবং তাঁর কল্যাণ ব্যাপক।

عن أنس بن مالك–رضي الله عنه– قال: غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا: يا رسول الله لو سعّرت؟ فقال: ((إنّ الله هو الخالق، القابض، الباسط، الرزاق، المسعّر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال)) {رواه أحمد/ صحيح الجامع}

অর্থাৎ, আনাস বিন মালেক (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনন, একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর যুগে (জিনিসের) মূল্য বেড়ে গেলে লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি মূল্য নির্দিষ্ট করে দিতেন? তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহই স্রষ্টা, হ্রাসকারী ও বৃদ্ধিকারী, আহারদাতা এবং তিনিই (জিনিসের) মূল্য নির্দিষ্টকারী। আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করার আশা পোষণ করি যে, কেউ যেন আমার কাছে এমন কোন যুলুমের বাদলা না চায়, যা আমি তার জানে ও মালে করে বসি'। (আহমদ/ সাহীহুল জামে')

হাদীসে আল্লাহর কয়েকটি গুণের উল্লেখ হয়েছে, যা তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর গুণগুলি আল্লাহ তা'য়ালার জন্য

ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যেভাবে আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেননা, তিনি সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রতিপালকের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। হাদীসে যুলুম করা থেকে এবং মানুষের ধন-সম্পদের অনিষ্ট থেকে সাবধান করা হয়েছে। আর ব্যবসায়ীদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে, যদি তাদের (জিনিসের) মূল্য ও লাভাংশ মানুষের কাছে পরিচিত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাতে কোন প্রকার নোংরা ধোঁকাবাজী না থাকে। আর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাক্বওয়ায়, তাঁর প্রতিপালককে ভয় করায় এবং সুবিচারের ব্যাপারে পরিপূর্ণ ছিলেন।

عن هانئ بن يزيد– رضي الله عنه– أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله (فقال: إنّ الله هو الحكم وإليه الحكم، فلمَ تكنى أبا الحكم؟))، قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله (: ((ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟))، قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: ((فمن أكبرهم؟)) قال: شريح، قال: فأنت أبو شريح)).

{رواه أبوداود/ الإرواء: ٦١٥}

অর্থাৎ, হানীয়ে বিন ইয়াযীদ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, যখন তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে দূত হয়ে রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কাছে এলেন, রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শুনলেন যে, তাঁর (হানীয়ে বিন ইয়াযীদ) গোত্রের

লোকেরা তাঁকে 'আবুল হাকাম' বলে ডাকছে। তাই তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁকে ডেকে বললেন, 'আল্লাহই হলেন বিচারক এবং বিচার তাঁরই সমীপে পেশ করতে হয়। সুতরাং তোমাকে 'আবুল হাকাম' বলে ডাকে কেন? তিনি (হানীয়ে) বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হলে আমার কাছেই আসে, আর আমি ফয়সালা করে দিলে উভয় দলই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'কতই না ভাল এটা! তোমার কি কোন সন্তানাদি আছে? তিনি বললেন, আমার রয়েছে, শুরাইহ, মুসলিম এবং আব্দুল্লাহ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'তাদের মধ্যে বড় কে? তিনি বললেন, শুরাইহ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'তাহলে তোমার ডাক নাম হলো, আবু শুরাইহ'। (আবু দাউদ/ ইরওয়াঃ ৬১৫)

হাদীসে আল্লাহর 'বিচারক' হওয়ার গুণকে তুলে ধরা হয়েছে। তিনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে? তিনি এমন বিচারক যাঁর সমূহ কথা ও কাজ, ফয়সালা এবং তাঁর কর্তৃক নির্ধারিত সব কিছুই ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর বিচার তাঁরই সমীপে পেশ করতে হয়। প্রতিটি জিনিস তাঁরই কাছে ফিরে যাবে এবং শেষ ফয়সালা তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনিই কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবেন এবং অত্যাচারিতকে অত্যাচারী থেকে সুবিচারপূর্ণ বদলা নিয়ে দেবেন। তিনি মানুষের এমনভাবে হিসাব নেবেন যে কারো প্রতি যুলুম করা হবে না এবং কারো হক্ব মারাও হবে না।

তাঁর বাক্যগুলো সত্য এবং তাঁর বিধানসমূহ ন্যায়সংগত। 'আপনার প্রতিপালকের বাক্য সত্য ও সুষম"। হাদীসে আছে যে, "তোমারই নিমিত্তে বিবাদ করি এবং তোমারই সমীপে বিচার পেশ করি"। সুতরাং পূত-পবিত্র তিনিই, যিনি বিচার-ফয়সালা করেন, তাঁর ফয়সালার পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই। তিনি সর্ব দ্রষ্টা ও সর্ব জ্ঞাতা।

عن النواس بن سمعان–رضي الله عنه– قال: قال (: ((الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين)) {رواه ابن ماجة. قال في الزوائد: إسناده صحيح}

অর্থাৎ, নাওয়াস বিন সামআ'ন (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'মানদন্ড আল্লাহর হাতে। তিনি কোন জাতিকে শীর্ষে তুলে দেন এবং অন্যদেরকে একেবারে নীচে নামিয়ে দেন'। (ইমাম ইবনে মাজাঃ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং 'যাওয়ায়েদ' নামক কিতাবে হাদীসটির সনদকে শুদ্ধ বলা হয়েছে)

হাদীসে 'মীযান'/মানদন্ড এবং আল্লাহর হাতের প্রমাণ রয়েছে। তাঁর হাতকে ঐভাবেই সাব্যস্ত করতে হবে, যেভাবে সুন্নাহ ও কুরআন সাব্যস্ত করেছে। কোন মানুষের হাতের সাথে তা তুলনীয় নয়। মহান আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের এবং মিথ্যা দোষারোপকারীদের কথা-বার্তা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। শীর্ষে উঠানো এবং নীচে নামানো এ সব মহান আল্লাহর কাজ। আর প্রকৃতপক্ষে শীর্ষস্থানীয় সেই-ই, যাকে তাঁর প্রতিপালক শীর্ষস্থান এবং মর্যাদা দান করেন, যদিও মানুষ তাকে দূর করে থাকে। আর প্রকৃতপক্ষে সেই-ই সব

চেয়ে নীচু, যাকে আল্লাহ নীচে নামিয়ে দেন এবং যার সম্মান হ্রাস করে দেন, যদিও মানুষ তাকে নিয়ে আনন্দ করে থাকে।

عن أبي هريرة–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত ও দিনের ব্যয় তা থেকে কিছুই কম করে না। তোমরা কি দেখ না যখন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন, তখন থেকে কতই না ব্যয় করতে আছেন, তবুও তা থেকে কিছুই কমেনি যা তাঁর ডান হাতে রয়েছে। আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। আর তাঁর অপর হাতে রয়েছে হ্রাস ও বৃদ্ধি করণ। তিনি যাকে চান তুলে দেন, আবার যাকে চান নামিয়ে দেন'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে মহান আল্লাহর দু'টি হাতের প্রমাণ রয়েছে যা তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা উহার কোন ধরণ-গঠন নির্ণয় করবো না, কারো মত মনে করবো না, উহার কোন সাদৃশ্য পেশ করবো না এবং উহার অস্বীকৃতিও দেবো না। আর তাঁর দু'টিই ডান হাত কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ। তাঁর বদান্যতা বিস্তৃত এবং তাঁর অনুগ্রহ অনেক। তাঁর ভান্ডার সম্পদে ভর্তি শেষ হয় না। আল্লাহর 'আরশ'এর প্রমাণও রয়েছে যা পানির উপর

ছিল। যাবতীয় আমলের, ভাগ্যসমূহের এবং সমস্ত ভাল ও মন্দের মানদন্ড তাঁরই কাছে। তিনি বান্দাগণ, আমলসমূহ এবং জাতিদের মধ্যে যাকে চান এবং যতটা চান শীর্যস্থান দান করেন, আবার এসবের মধ্যে যাকে চান ও যতটা চান নীচে নামিয়ে দেন। সেই পূতঃপবিত্র আল্লাহরই কাজ হলো, হ্রাসও বৃদ্ধি করা এবং উর্ধ্বে উঠানো ও নীচে নামিয়ে দেওয়া। এটা তাঁর সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। "হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই আল্লাহর হাতে। আর তাঁর নিকটেই আমাদের ফিরে যেতে হবে"।

عن أنس–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها ربّ العالين قدمه فيزوي بعضها إلى بعض فتقول: قد قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشيء الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আনাস (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'অব্যাহতভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, আর জাহান্নাম সর্বদা বলবে, আরো অধিক আছে কি? শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক স্বীয় কদম তাতে রাখবেন। তখন এর একাংশ অপরাংশের সাথে মিলে গিয়ে সংকুচিত হয়ে বলবে, তোমার ইয্যত ও অনুগ্রহের শপথ! ব্যস, ব্যস। আর সর্বদা জান্নাতের মধ্যে স্থান খালি থেকে যাবে। অবশেষে মহান আল্লাহ এর জন্য অন্য মাখলুক্ব সৃষ্টি করবেন এবং খালি স্থানে তাদেরকে স্থান দেবেন'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে আল্লাহর কদমের প্রমাণ রয়েছে যা তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সৃষ্ট বস্তুর সাথে তা তুলনীয় নয়। "কোন কিছুই তাঁর মত নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। তাঁর মাহাত্ম্যও প্রতাপের কথাও হাদীসে রয়েছে। তাঁর পাকড়াও বড় কঠিন। জাহান্নাম আল্লাহর নির্দেশে কথা বলবে। আর মহান আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের উপর বিজয় থাকে। তাই যখন জাহান্নামে কোন কিছু বৃদ্ধি করা হবে, তখন জাহান্নাম সংকুচিত হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে জান্নাতের অবশিষ্ট স্থানের জন্য অন্য এক মখলুক্ব সৃষ্টি করবেন। জাহান্নাম বড় কঠিন-আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন-। আর আসমা অস্‌সিফাত/ আল্লাহর নামসমূহ, তাঁর গুণাবলী ব্যাপারে এবং অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কীয় হাদীসগুলো সাহাবীরা শুনেছেন, উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, উহা মেনে নিয়েছেন, উহার সত্যায়ন করেছেন এবং যেভাবে ওগুলো এসেছে, কোন সাদৃশ্য, ধরণ-গঠন নির্ণয় না করে এবং (কোন কিছুর সাথে) তুলনা না দিয়ে ও (উহার কোন কিছুর) অস্বীকৃতি না দিয়ে ঠিক সেইভাবেই উহা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

عن عدي بن حاتم–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلاّ سيكلّمه ربّه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلاّ ما قدم من عمل، وينظر أشأم منه فلا يرى إلاّ ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلاّ النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আ'দী বিন হাতেম (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের সকলের সাথে তার প্রতিপালক কথা বলবেন। তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডাইনে তাকাবে, কিন্তু পূর্বে পাঠানো আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আবার বাঁয়ে তাকাবে, কিন্তু পূর্বে পাঠানো আমল ছাড়া কিছুই দেখবে না। অতঃপর সামনে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখবে না। অতএব এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করো'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে আল্লাহর কালাম/ কথা বলার প্রমাণ রয়েছে, যা তাঁর জন্য উপযুক্ত। তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দার সাথে কোন দোভাষী ছাড়াই কথা বলবেন। কিয়ামতের দিন হিসাবের সময় বান্দার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হবে। সাদক্বা হলো এমন বড় মাধ্যম যা (জাহান্নামের) শাস্তি প্রতিরোধ করে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে। বান্দার উচিত নেকীর কোন কিছুকে তুচ্ছ মনে না করা। যাবতীয় ভাল কাজ হলো মুক্তি পাওয়ার উপকরণ। সেখানে (কিয়ামতে) নেক কাজ ব্যতীত আর কিছুই উপকারে আসবে না। এই কিতাব মহা পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হয়েছে"।

عن عائشة–رضي الله عنها– قالت: قلت: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: ((قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني))

{رواه أحمد/ الصحيحة}

অর্থাৎ, আয়েশাঃ (রাযী আল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি 'লায়লাতুল ক্বাদ্‌র'/সম্মানী রাতকে পাই, তবে কিভাবে দোআ' করবো? তিনি বললেন, 'তুমি বলবে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুব্যুন, তুহিব্বুল আ'ফওয়া, ফা'ফু আ'ন্নী'। হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করতে তুমি ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করো। (আহমদ/আসহীহাঃ)

হাদীসে রয়েছে যে, সহিষ্ণুতা আল্লাহর এক গুণ বিশেষ যা তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তাঁর 'ভালবাসার' গুণেরও প্রমাণ রয়েছে। তিনি তাদেরকে ভালবাসেন, যারা অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়। বান্দার এমন চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া উচিত, যা পূতঃপবিত্র আল্লাহ ভালবাসেন। আমল যে প্রকার হয়, বদলাও সে প্রকারের দেওয়া হয়। যে মানুষের অপরাধ মাফ করে, আল্লাহ তাকেও মাফ করেন। বান্দার উচিত স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার আশা রাখা এবং নম্র ও কাতর হয়ে স্বীয় পাপের ও দোষ-ত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনা করা।

عن جابر–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((يتجلّى لنا ربّنا ضاحكا يوم القيامة)) {رواه مسلم}

অর্থাৎ, জাবির (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আমাদের প্রতিপালক হাস্যমুখ অবস্থায় আমাদের সমক্ষে উদ্ভাসিত হবেন'। (মুসলিম)

হাদীসে প্রমাণিত যে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐভাবেই

উদ্ভাসিত হবেন, যেভাবে উদ্ভাসিত হওয়া তাঁর গৌরবময় সত্তার জন্য উপযুক্ত। আর তাঁর হাসার প্রমাণও শুদ্ধ হাদীসে এসেছে। এটা তাঁর ওলীদের প্রতি তাঁর বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের দলীল। কেননা, তিনি যখন তাদের জন্য আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন হাসবেন, পক্ষান্তরে তাঁর শত্রুদেরকে তাঁর থেকে বঞ্চিত রাখা হবে, তারা তাঁর দর্শন লাভ করবে না।

عن أبي هريرة–رضي الله عنه–قال: قال ﷺ: ((يضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه وكلاهما في الجنة)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ এমন দু'জন লোকের প্রতি হাসেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং উভয়েই জান্নাতে যায়'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে মহান আল্লাহর 'হাসার' গুণকে প্রমাণিত করা হয়েছে যা বাহ্যিকের উপরই বিবেচ্য। সুতরাং পবিত্র নামের অধিকারী এবং বড় অনুগ্রহকারী আল্লাহ ঐভাবেই হাসেন, যেভাবে হাসা তাঁর জন্য উপযুক্ত। সাহাবারা এর উপর ঈমান এনে ছিলেন, মেনে নিয়ে ছিলেন এবং ঐভাবেই সাব্যস্ত করে ছিলনে, যেভাবে এসেছে। এ ব্যাপারে তাঁরা বিতর্ক করেন নি, বা জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি এবং অপব্যাখ্যাও করেন নি। আর এই হাসা সৃষ্টির হাসার মত নয়। আল্লাহ এর অনেক ঊর্ধ্বে। "কোন কিছুই তাঁর মত নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। হাদীসে আল্লাহর বিস্তর রহমত এবং তাওবা-কারীর তাওবা কবুল করার কথাও রয়েছে। তাই যে ব্যক্তি (কাউকে)

হত্যা করলো, অতঃপর সে সত্যিকার তাওবা করলো, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

عن أبي هريرة–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل)) {رواه البخاري}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'আমাদের প্রতিপালক এমন একদল জাতির প্রতি আশ্চর্যান্বিত হবেন, যাদের-কে শৃঙ্খল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে'। (বুখারী)

হাদীসে আল্লাহর 'আশ্চর্যান্বিত' হওয়ার গুণের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তিনি ঐভাবেই আশ্চর্যান্বিত হোন, যেভাবে আশ্চর্যান্বিত হওয়া তাঁর গৌরবময় সত্তার জন্য উপযুক্ত। কোন সৃষ্টবস্তুর আশ্চ-র্য্যান্বিত হওয়ার সাথে তা তুলনীয় নয়। "কোন কিছুই তাঁর মত নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। মানুষ তার সংকীর্ণ লক্ষ্যের কারণে উত্তম জিনিস নির্বাচন করতে নাও পারে, তাই অপর জনকে এর (উত্তম জিনিসের) পথ বাতলে দিতে হয়। বান্দা তার দ্বারাও উপকৃত হয়, যে তার সাথে সত্য গ্রহণের জন্য এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যদিও সে তাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। নাফ্স অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে। হাদীসে সৎ সাথী, নসীহত-কারী সঙ্গী এবং সৎকাজে সাহায্যকারীর ফযীলতের কথাও রয়েছে। "তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না"।

হাদীসে এ কথাও রয়েছে যে, কোন কোন লোককে ভাল কাজ করতে অন্যের দ্বারা বাধ্য করা হয়। পরে তার অন্তর নরম ও শিথিল হয়ে যায়। জান্নাত কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভাল কাজের প্রারম্ভিক অনেক সময় অন্তরের জন্য কষ্টকর হয়। অনুরূপ হাদীসে রয়েছে যে, মুসলিম আল্লাহর বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যে সত্য গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। মানুষদেরকে তাদের নির্বাচনের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে না, যদি তারা মন্দ নির্বাচন করে। হাদীসে একথাও রয়েছে যে, এই উম্মত হলো সর্বোত্তম উম্মত, যারা একে অপরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

عن عبد الله بن الشخير–رضي الله عنه– قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سيد قريش؟ قال (: ((السيد الله))، قال: أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا، فقال: ((ليقل أحدكم بقوله، ولا يستجرّه الشيطان)) {رواه أحمد/ صحيح الجامع}

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন শিক্ষীর (রাযী অল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর কাছে এসে বললো, আপনি কি কুরাইশদের সম্রাট? তখন তিনি বললেন, 'সম্রাট তো আল্লাহ'। লোকটি বলল, আপনি কথার দিক দিয়ে এদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং মর্যাদার দিক দিয়ে এদের মধ্যে সর্বোচ্চ। তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ (শেষোক্ত) এই কথা বলতে পারে, তবে শয়তান যেন তার উপর প্রভাব বিস্তার না করে'। (আহমদ/ আস্‌সাহীহুল জামে')

হাদীসে রয়েছে যে, 'সম্রাট' শব্দ কেবল মহান আল্লাহর জন্যই ব্যবহার যোগ্য। সম্রাট তো তিনিই যিনি পূর্ণ সাম্রাজ্যের মালিক, যিনি পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী, যাঁর দয়া অসীম, যাঁর অনুগ্রহ ব্যাপক এবং যিনি বড় প্রতাপান্বিত। আর আল্লাহর সর্দারী তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বান্দার সর্দারীর মত নয়। কেননা, (বান্দার) সর্দারী সীমিত ও অসম্পূর্ণ।

عن شيخ من بني غفار قال: قال: ((إنّ الله ينشي السحاب فينطق أحسن النطق، ويضحك أحسن الضحك)) {رواه أحمد/ صحيح الجامع}

অর্থাৎ, বানী গেফার গোত্রের এক শায়েখ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'অবশ্যই আল্লাহ মেঘমালা সৃষ্টি করেন যা সুন্দরভাবে কথা বলে এবং সুন্দর-ভাবে হাসে'। (আমহদ)

হাদীসের অর্থ হলো, (উল্লিখিত) এই হাদীসগুলি আমরা ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত করবো, যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোন ধারণা ও অনুমান এবং সংশয়-সন্দেহ না করে উহার সত্যায়ন করবো এবং উহার দাবীগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো। মেঘমালা সৃষ্টি করা এবং উহার কথা বলা ও হাসা হলো, সৃজনকারীর কুদরতের, তাঁর আবিষ্কারের নিপুণতার এবং তাঁর পূর্ণ বিচক্ষণতারই এক নিদর্শন। আবার কেউ কেউ মেঘের গর্জনকে উহার কথা এবং বিদ্যুৎ চমকানোকে উহার হাসা বিবেচিত করে। "তিনিই মেঘমালা সৃষ্টি করেন। মেঘের গর্জন প্রশংসা সহকারে তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর ফেরেশতাগণও তাঁর আতঙ্কে কম্পিত হয়ে তাঁরই

তসবীহ পড়ে। তিনি গর্জনকারী বজ্রকে পাঠান। অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতন্ডা করে, অথচ তিনি মহা শক্তিশালী"।

عن ابن عمر–رضي الله عنهما–قال: قال ﷺ: ((إنّ لقمان الحكيم كان يقول: إنّ الله إذا استودع شيئا حفظه)) {رواه أحمد/ صحيح الجامع}

অর্থাৎ, ইবনে উমার (রাযী আল্লাহ আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'লুক্বমান হাকীম বলতেন, অবশ্যই আল্লাহর নিকট কোন কিছু আমানত স্বরূপ রাখা হলে, তিনি তার সংরক্ষণ করেন'। (আমহদ/ সাহীহুল জামে)

হাদীসে রয়েছে যে, পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর কর্মসমূহের মধ্যে হলো সংরক্ষণ করা। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মের হেফাযত করেন। বান্দার উচিত নিজের দ্বীন, আমানত এবং আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে স্বীয় প্রতিপাল- কের নিকট আমানত রাখা। যেমন সহী হাদীসে এসেছে যে, মুসাফিরকে বিদায় করার সময় বলতে হয়,

((أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك))

অর্থাৎ, 'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি'। তিনি পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী সব কিছুর খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গুপ্ত নয়। মহান আল্লাহ বলেন, "যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বলো, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন"।

عن أبي سعيد الخدري وابي هريرة –رضي الله عنهما– قالا: قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الله تعالى يقول: العزّ إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذّبته)) {رواه مسلم}

অর্থাৎ, আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেন, বীরত্ব আমার লুঙ্গি, আর অহংকার আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দু'টির কোন কিছু নিয়ে আমার সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে, আমি তাকে শাস্তি দেবো'। (ইবনে মাজাঃ)

হাদীসে যাবতীয় ইয্যত ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহরই জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনিই এককভাবে মান-মর্যাদা ও অহংকারের অধিকারী। তাই এই দুই গুণের ব্যাপারে স্বীয় প্রতিপালকের সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া বান্দার উপর হারাম। কারণ, এ গুণ দু'টি এককভাবে তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট। তাছাড়া তাঁর রুবুবিয়্যাত/ প্রতিপালকত্বের, উলূহিয়্যাত/উপাস্যত্বের এবং বীরত্বের দাবীই হলো, তিনি হবেন পরাক্রমশীল অজেয়। মাহাত্ম্যের অধিকারী বিজেতা। যদি বান্দাও নিজেকে এই গুণ দু'টির কোন একটির, অথবা দু'টিরই অধিকারী মনে করে, তাহলে এটা স্বীয় প্রতিপালকের গুণকে নিয়ে তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া গণ্য হবে এবং স্বীয় উপাস্যের মাহাত্ম্যে শরীককারী বিবেচিত হবে। অতএব বান্দার জন্য অপরিহার্য হলো, স্বীয় মুনিবের জন্য নম্রতার গুণে গুণান্বিত হওয়া, স্বীয় প্রতিপালকের জন্য নত হওয়া এবং স্বীয় মা'বুদের জন্য বিনয়ী হওয়া। আর

এইগুলোই হলো দাসত্বের এমন গুণ, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে চান এবং তাদের উপর তা ওয়াজিব করেন। হাদীসে অহংকারীদের প্রতি এবং যারা নিজেকে প্রবল ও পরাক্রমশালী মনে করে, তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি এবং কঠোর ধমক প্রদর্শিত হয়েছে।

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم:
((ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، إنّهم يجعلون له نداً
ويجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعطيهم)) {رواه لبخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আবু মুসা আল-আশআরী (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কষ্টদায়ক কথা শুনে মহান আল্লাহর চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল কেউ নয়। তারা তাঁর শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করে, তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে রুজি দেন এবং তাদেরকে (নিয়ামত) দান করেন'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ কষ্টের উপর ঐরূপ ধৈর্য ধারণ করেন, যেরূপ ধৈর্য ধারণ তাঁর জন্য উপযুক্ত। সৃষ্টবস্তুর ধৈর্যের সাথে তা তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই সহিষ্ণু। তিনি পরাক্রমশীল, কঠিন শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধকে পরাজিত করে ফেলে। আল্লাহর সাথে শির্ক এবং তাঁর সন্তান ও সঙ্গিনী সাব্যস্ত করা হলো সব চেয়ে বড় পাপ। আল্লাহ কাফেরকেও রুজি দেন এবং কুফরী সত্ত্বেও তাকে (দুনিয়াতে) ক্ষমা করেন, আর আখেরাতে তার পাপসমূহের প্রতিফল পুরাপুরি দেওয়ার জন্য তাকে ছেড়ে রাখেন। আর হাদীসে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাঁর

বান্দাদের কথা-বার্তা শুনেন কোন সাদৃশ্য ও তুলনা ছাড়াই। "কোন কিছুই তাঁর মত নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"।

আল্লাহর জন্য যার অস্বীকৃতি অপরিহার্য

عن والد أبي المليح–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم : ((ليس لله شريك)) {رواه أبوداود–صحيح الجامع}

অর্থাৎ, আবুল মালীহ (রাযী আল্লাহু আনহু)র পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর কোন শরীক নেই'। (আবু দাউদ/ সাহীহুল জামে')

হাদীসের এই বাক্যটি এমন এক সার কথা, যা থেকে সমস্ত রাসূলগণ সতর্ক করেছেন এবং যাবতীয় আসমানী কিতাবও তা থেকে সতর্ক করেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর এটাই হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তিনি তাঁর উলূহিয়্যাতে/ উপাস্যত্বে এবং তাঁর রুবূবিয়্যাতে/প্রতিপালকত্বে এক ও একক। আর তিনি তাঁর নামসূমহে এবং গুণাবলীতে পাক ও পবিত্র। "তোমাদের জানামতে তাঁর সমতূল্য কোন সত্তা আছে কি?।

عن ابن عباس–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأمّا تكذيبه إيّاي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأمّا شتمه إيّاي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا)) {رواه البخاري}

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, বানী আদম আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, অথচ তার জন্য এরকম করা উচিত নয়। বনী আদম আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ তার জন্য এরকম করা উচিত নয়। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা হলো এই যে, সে মনে করে যে আমি তার পুনরুত্থানের ক্ষমতা রাখি না, যেমন সে প্রথমে ছিলো। আর আমাকে তার গালি দেওয়া হলো এই যে, সে বলে, আমার নাকি সন্তান আছে। অথচ আমি পাক ও পবিত্র কাউকে সঙ্গিনী, অথবা সন্তান বানানো থেকে'। (বুখারী)

হাদীসে রয়েছে যে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত এবং তাদের উপর তাঁর সহিষ্ণুতা বিস্তর। কষ্টদায়ক কথা শুনে তাঁর চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল কেউ নয়। যেমন, (ইতিপূর্বে) সহী হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। হাদীসে আল্লাহর সঙ্গিনী ও সন্তান থাকার অস্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি তো একক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনিও কারো থেকে জন্ম নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। মু'মিন বান্দার উচিত অন্য বান্দাদের প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্য ধরা। আল্লাহ, যিনি স্রষ্টা, আহারদাতা তিনি যখন তাদের (বান্দাদের) কর্তৃক মিথ্যা প্রতিপন্ন হোন এবং তাঁকে গালিও দেওয়া হয়, অথচ তিনি নিয়ামতদাতা, অনুগ্রহকারী, তাহলে অসহায়-দুর্বল বান্দার অবস্থা কি হতে পারে?। (তা সহজেই অনুমেয়)।

عن أبي موسى الأشعري–رضي الله عنه– قال: قال ﷺ: ((إنّ الله تعالى لاينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل

عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)) {رواه مسلم}

অর্থাৎ, আবু মুসা আল আশআ'রী (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'অবশ্যই আল্লাহ নিদ্রা যান না, আর নিদ্রা যাওয়া তাঁর উচিতও নয়। তিনিই (কাউকে) খুব উপরে তুলে দেন, আবার (কাউকে) খুব নীচে নামিয়ে দেন। রাতের আমল তাঁর কাছে পেশ করা হয় দিনের আমলের পূর্বে। আবার দিনের আমল পেশ করা হয় রাতের আমলের পূর্বে। তাঁর পর্দা হলো জ্যোতির। যদি তিনি তা সরিয়ে দেন, তাহলে তাঁর মুখমন্ডলের জ্যোতি সমস্ত সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে দেবে'। (মুসলিম)

হাদীসে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর পূর্ণ তত্ত্বাবধায়কতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি জিরঞ্জীব সমগ্র বিশ্বের ধারক। তাঁকে নিদ্রা এবং তন্দ্রা স্পর্শ করে না। নিদ্রা তো একটি দোষনীয় জিনিস যা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তাঁর নুরের পর্দা রয়েছে। মানদন্ডও তাঁর কাছে। তিনি যেভাবে চান কমবেশী করেন। বান্দাদের আমলসমূহ প্রত্যেক দিনে ও রাতে তাঁর কাছে পেশ করা হয়। পবিত্রময় আল্লাহ তাঁর মাহাত্ম্যে এবং গৌরবের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক জিনিসের তিনি পর্যবেক্ষক এবং প্রত্যেক প্রাণীর কৃতকর্মের সংরক্ষক। তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলো স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল"। আর আল্লাহর গুণাবলীর

যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো আমরা ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত করবো, যেভাবে এসেছে। কোন ধরণ-গঠন নির্ণয় করবো না, সাদৃশ্য ও তুলনা পেশ করবো না এবং (উহার কোন কিছুর) অস্বীকারও করবো না। বরং যা কিছু আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে তাঁরই উদ্দেশ্যের উপরে তার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করবো। অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে যা কিছু এসেছে, তার উপরেও আমরা বিশ্বাস স্থাপন করবো।

ফেরেশতা প্রসঙ্গে

عن ابن مسعود–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((رأيت جبريل له ستمائة جناح)) {رواه البخاري ومسلم} وزاد أحمد: ((ينتشر من ريشه التهاويل: الدر والياقوت)) {قال ابن كثير: إسناده جيد قوي}

অর্থাৎ, ইবনে মাসউদ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি জিব-রাইল (আঃ)কে দেখেছি। তাঁর ছ'শ' ডানা ছিলো। (বুখারী-মুসলিম) ইমাম আহমদ আরো একটু বৃদ্ধি করে বলেন, 'তাঁর চমৎকার ডানা থেকে হীরা ও মুক্তা বিকীর্ণ হয়। ইবনে কাষীর বলেন, হাদীসটির সনদ ভাল ও বলিষ্ঠ।)

হাদীসে মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন রয়েছে যে, তিনি জিবরাই (আলাইহিস্ সালাম)কে অনেক ডানা দান করেছেন। আর হয়তো এটাই হলো জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রকৃত সেই রূপ, যেরূপে আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন।

উল্লিখিত হাদীসেও তাই বলা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী হলো, "তিনি ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। তাঁরা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট"। আর জিবরাইলের উচ্চ মর্যাদার কারণে তাঁকে বেশী ডানা দিয়ে বিশেষিত করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট অহী কিভাবে আসতো

عن عائشة–رضي الله عنها– أن الحارث بن هشام–رضي الله عنه–سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله (: ((أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشدّه عليّ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، فأعي ما يقول)) قالت عائشة: وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقا. {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আয়েশাঃ (রাযী আল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, হারিস বিন হিশাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'অহী কোন সময় ঘন্টার শব্দের মত আমার কাছে আসে। আর ওটাই আমার উপর খুব কঠিন হয়। অতঃপর (ফেরেশতার) বলা শেষ হতেই আমি তার কাছ থেকে তা আয়ত্ত করে ফেলি। আবার কোন সময় ফেরেশতা মানুষের রূপে আমার কাছে এসে আমাকে অহীর বার্তা যা বলেন, আমি তা আয়ত্ত করে নিই'। আয়েশাঃ বলেন, আমি প্রচন্ড শীতের দিনে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর অহী নাযিল হওয়ার সময় দেখেছি যে, অহী নাযিল হওয়ার পর তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর অহী দু'ভাবে নাযিল হতো। আর অহী বড় ভারী ও মূল্যবান জিনিস, বিধায় তিনি উহার কষ্টও অনুভব করতেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "আমি যদি এই কুরআন কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে"। কোন কিছুর সাথে তুলনা করতে গিয়ে নিন্দিত বস্তুর দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। যেমন, হাদীসে ঘন্টার দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, অথচ তা নিন্দনীয়। তবে কেবল উহার (ঘন্টার) শব্দের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহর অনুমতিতে আদম সন্তানের আকৃতি ধারণ করেন। আর এই হাদীসে ফেরেশতা বলতে জিবরাইল (আলাইহিস্‌সালাম)কে বুঝানো হয়েছে। আর হাদীসে এ বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে যে, অহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সুমহান এই বার্তা, গৌরবময় বাক্য এবং অহীর ভার ও তাঁর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়ার কারণে শারীরিক ভারজনিত কষ্ট অনুভব করতেন। এতকিছুর পরও তা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের জন্য করুণা ও সহযোগিতা। তিনিই তো অহীর ভার সহ্য করা তাঁর জন্য আসান করে দিয়ে ছিলেন এবং তা (অহী) তাঁর জন্য সহজ করে দিয়ে ছিলেন। তা না হলে (অহীর ভার সহ্য করা সম্ভব ছিলো না) মহান আল্লাহ বলেন, "আমি যদি এই কুরআন কোন পাহাড়ের

উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি অহী নাযিল কিভাবে শুরু হয়

عن عائشة–رضي الله عنها–قالت: أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبّب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه–وهوالتعبد–الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ((ما أنا بقارىء، فأخذني فغطّني حتى بلغ منّي الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارىء، فأخذني فغطّني الثانية حتي بلغ منّي الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارىء، فأخذني فغطّني الثالثة ثم أرسلني فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} (العلق:١–٣) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم((زمّلوني زمّلوني))، فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: ((لقد خشيت على نفسي))، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم

وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خديجة، وكان امرءاً قد تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب–وكان شيخا كبيرا قد عمي–فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له الورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوَ مُخْرِجيّ هم؟)) قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلاّ عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزّرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي)) {رواه البخاري ومسلم}

আয়েশাঃ (রাযী আল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রথমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর নিকট যে অহী আসতো তা হলো ঘুমের মধ্যে তাঁর সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা ভোরের আলোর মতই স্পষ্ট হতো। অতঃপর নিরিবিলি জীবন তাঁর কাছে ভাল লাগলে তিনি একটানা কয়েক দিন যাবৎ নিজ পরিবার থেকে পৃথক হয়ে হেরা গুহার নির্জন পরিবেশে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এই উদ্দেশ্যে তিনি খাবারও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। অতঃপর (খাবার শেষ হয়ে গেলে) তিনি খাদীজার নিকট ফিরে এসে আবার কয়েক দিনের জন্য কিছু

খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এইভাবে হেরা গুহায় থাকাকালীন তাঁর নিকট সত্য এসে পৌঁছে। (জিবরাইল) ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বলেন, 'পড়ুন'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না। তখন ফেরেশতা আমাকে ধরে এত জোরে দাবালেন যে, আমি খুব কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তখন তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এত জোরে দাবালেন যে, আমি দারুণ কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। ফলে তিনি আমাকে তৃতীয়বার ধরে সজোরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন,

{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ}

(العلق ١-٣)

অর্থাৎ, আপনা পালনকর্তার নাম নিয়ে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আপনার পালনকর্তা সব চেয়ে বেশী সম্মানী।) এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বাড়ী ফিরলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিলো। তিনি খাদীজাঃ বিনতে খুয়াইলিদের নিকট প্রবেশ করে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও'। তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে তাঁর ভয় দূরীভূত হয়ে গেলে, তিনি খাদীজাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, 'আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশংকা বোধ করছি'।

খাদীজাঃ বললেন, কখনই না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম রাখেন, দুর্বলদের খেদমত করেন, অভাবীদের জন্য উপার্জন করেন, মেহমানদের মেহমান নেওয়াযী করেন এবং সত্যপথের বিদপগ্রস্তদের সাহায্য করেন। তারপর খাদীজাঃ তাঁকে সাথে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই অরক্বা বিন নাওফাল বিন আসাদ বিন আব্দুল উয্যার নিকটে গেলেন। অরক্বা জাহেলী যুগে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরাণী ভাষায় কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহর তৌফীক্বে ইঞ্জীলের তরজমা ইবরাণী ভাষায় করতেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাঃ তাঁকে বললেন, আপনার ভাতিজার কাছ থেকে সব কথা শুনুন! অরক্বা বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কি দেখেছো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁকে পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিলেন। (সব শুনে) অরক্বা বললেন, এ হলো সেই রহস্যময় জিবরাইল, যাঁকে আল্লাহ মুসা আলাইহিস্ সালামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।হায়! আমি যদি তোমার নবুওয়াতের সময় বলবান যুবক থাকতাম! হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্ক থেকে বের করে দেবে! (একথা শুনে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দেবে?' অরক্বা বললেন, হ্যাঁ। তুমি যা নিয়ে এসেছো, তদ্রূপ নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তাঁর সাথে শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি যদি তোমার যুগ পাই, তাহলে একজন বীরের মত তোমার সাহায্য করবো। অতঃপর অল্প দিনের মধ্যেই অরক্বা ইন্তেকাল করলেন এবং অহীও বন্ধ

রইলো। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীস থেকে প্রমাণিত মাসাআয়েলঃ আম্বিয়াদের স্বপ্ন সত্য। মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এবং তাঁর পুত্র সম্পর্কে বলেন, "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি"। ফিৎনা-ফ্যাসাদের যুগে, অথবা কোন নেক উদ্দেশ্যে-যেমন, ইবাদতের জন্য ও মানুষ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য-নির্জনে অবস্থান করা বিধেয়। সফর ইত্যাদির জন্য খাবারের পাথেয় সঙ্গে নেওয়া যায়, এটা তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থার) পরিপন্থী নয়, বরং উপকরণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের সূরাঃ ইক্বরাই সর্ব প্রথম নাযিল হয়। জ্ঞানার্জনের, জ্ঞাত হওয়ার এবং (দ্বীনের) সম্ঝ লাভের ও দ্বীন সম্পর্কে জানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এ সূরাতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আসাল্লাম অজ্ঞ ছিলেন। তিনি না পড়তে জানতেন, আর না লিখতে। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝানোর জন্য শিক্ষক ছাত্রের শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করতে পারে। ভয় আম্বিয়াদেরকেও পেয়ে বসতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মানুষ ছিলেন। মানুষ তার ক্লান্ত-কষ্ট এবং আশংকার অভিযোগ স্বীয় পরিবারের লোকদের কাছে করতে পারে। খাদীজাঃ পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারিণী, সুবুদ্ধিমতী এবং সঠিক পরামর্শ দানকারিণী মহিলা ছিলেন। সৎকর্ম অন্যায় থেকে রক্ষা করে। সৎ লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর চিরাচরিত বিধান হচ্ছে, তাদের হেফাযত করা এবং শেষ পরিণাম ভাল করা। মহান আল্লাহ সম্পর্কে এই সুধারণা রাখা যে, তিনি তাঁর ওলীদের হিফাযত করেন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন। লাঞ্ছনা ও মন্দ পরিণাম তো আল্লাহর শত্রুদের জন্য বরাদ্দ।

এটা তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ বদলা হিসাবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এটা আল্লাহর নবীদের গুণ বিশেষ। আর এটা হলো মুক্তি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা পাওয়ার মাধ্যম। দুর্বল-অসহায়ের সাহায্য করতে হয় এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করতে হয়। ফকীর ও মিসকীনের সমব্যথী হতে হয় এবং তাদের জন্য কল্যাণকর জিনিস পেশ করতে হয়। আর এটা হলো নবীদের চরিত্র। মেহমানদের সম্মান করতে হয় এবং আগত দূতকে তোহফা দিতে ও দান করতে হয়। আর এটা হলো মহান আল্লাহর বান্দাদের গুণ বিশেষ। বিদপগ্রস্তদের বিপদে সাহায্য করতে হয় তাদের থেকে তা নিবৃত্ত করতে হয়। সত্য কথায় নেকী পাওয়া যায়। সত্যবাদিতা ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুমহান চরিত্র। আমানত আদায় করার এবং অঙ্গীকারকে সুন্দর করার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে সম্মান দান করেন, যে তাঁর বান্দাদের সম্মান করে। দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির আতঙ্ক দূর করা, তার জন্য তা সহজ করে তোলা এবং জ্ঞানীজনদের বান্দার উপর আপতিত সমস্যা সম্পর্কে আবহিত করা মুস্তাহাব। সৎ নারীর প্রভাব তার স্বামীর উপর পড়ে। স্বামীকে সাহায্য ও সৎ পরামর্শ দেয়। তার কথা শুনতে হয়, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে, তার নিকট কি রয়েছে তা জানার জন্য এবং পরীক্ষা ও উপলব্ধির জন্য। প্রত্যেক আম্বিয়ার (তাঁদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষণ হোক!) দাওয়াত একই ছিলো। তাঁরা একে অপরের সত্যায়ন করেছেন। রাসূলগণের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা অতি অনিবার্য ব্যাপার, এটা অতীতের

সুন্নত এবং অবধারিত ফয়সালা। মহান আল্লাহ তাঁর আম্বিয়া ও আওলিয়াদের জন্য বিপদাপদ নির্ধারিত করেছেন। তিনি (বিপদাপদ দিয়ে) তাঁদের পরীক্ষা করতে চান এবং শেষ সাফল্য তাঁদেরই জন্য নির্দিষ্ট। বিজ্ঞজনদের কথা মনযোগ সহকারে শুনার এবং বিশেষ জ্ঞানীদের কাছ থেকে সুবুদ্ধি অর্জন করার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে যা কিছু ঘটেছে, উহা অতীতের সমূহ আসমানী কিতাবে, বা কোন কোন কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম) মুসা আলাইসি্ সালামের নিকটেও ঐরূপ আসতেন, যেরূপ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসতেন।

عن جابر بن عبد الله–رضي الله عنه– قال صلى الله عليه وسلم: وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: ((فبينا أنا أمشي (أي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت صوتا فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على الكرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه فرقا فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (المدثر ١–٥) قال: ثم تتابع الوحي)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি অহীর বিরতি প্রসঙ্গে বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর হাদীসে বলেছেন, 'একদা আমি পথ চলাকালে আসমান থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি উপরে

তাকিয়ে দেখি, হেরা গুহায় যিনি আমার নিকট এসেছিলেন, সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি আসনে বসে আছেন। এতে আমি ভীত হয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম এবং আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে বললাম। তখন আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করলেন, "হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন"। এর পর থেকে অহী একের পর এক নাযিল হতে লাগলো। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, অহীর শুরু হয় হেরা গুহা থেকে।" আর তা শুরু হয় মহান আল্লাহর এই বাণী দিয়ে, 'ইক্বরা বিসমে রব্বিকাল্লাযী খালাক্ব' "আপনার প্রতিপালকের নামে পড়ুন যিনি সৃষ্টি করেছেন। হাদীসে খাদীজার ফযীলতের কথাও রয়েছে। কেননা, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর দাওয়াতী কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। আসমান ও যমীনের মাঝখানে যিনি বসেছিলেন, তিনি ছিলেন জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম। ইতিপূর্বেও তিনি এসেছিলেন তারও প্রমাণ হয়। মহান আল্লাহর অসীম শক্তির কথাও রয়েছে যে, তিনি ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন আকৃতি দান করতে পারেন। আম্বিয়া(আলাইহিমুস্ সালাত অস্সালাম)দের অন্তরেও ভীতি প্রবেশ করে। অহী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অবস্থায় আসে। আধিক্য এবং ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে অহীর কোন অবস্থা অপরের চেয়ে আরো মহত্তর হয়। পোশাককে অপবিত্রতা থেকে পাক রাখতে হয়। আর এই হাদীসেরই ভিত্তিতে কোন কোন উলামা নামাযে কাপড় পবিত্র হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। হাদীসে এ ইঙ্গিতও রয়েছে

যে, সাহাবাদের মধ্যে দ্বীনের আংশিক বিষয়ে মতভেদ ছিলো। যেমন আয়েশাঃসহ কিছু সংখ্যক সাহাবী (রাযী আল্লাহু আনহুম) মনে করেন যে, 'সূরাঃ ইক্বরা' সর্ব প্রথম নাযিল হয়। কিন্তু জাবির (রাযী আল্লাহু আনহু)র খেয়াল হলো, 'সূরাঃ মুদ্দাস্‌সের প্রথম নাযিল হয়। আর 'কুম ফা আনযীর' এর অর্থ হলো, তাকে আযাবের ভয় দেখান, যে আপনার উপরে ঈমান আনে না।

অহীর কঠিনতা

عن عبادة بن الصامت–رضي الله عنه– قال صلى الله عليه وسلم: (كان إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه)) {رواه مسلم}

অর্থাৎ, উবাদাঃ বিন সামেত (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর উপর অহী নাযিল হতো, তখন তিনি চরম কষ্ট বোধ করতেন এবং তাঁর মুখমন্ডল ধুলি মলিন হয়ে যেতো'। (মুসলিম)

হাদীসের 'কারুবা' শব্দের অর্থ হলো, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অহীর) সীমাহীন গুরুত্ব দিতেন। আর 'তারাব্বাদা' শব্দের অর্থ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর যা নাযিল হতো তার শান এত মহান যে, তাতে তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ এবং লাল হয়ে যেতো। কারণ, অহী মহান আল্লাহর কালাম। তাতে এমন আদেশ ও নিষেধাবলী এবং এমন বহু ধমক ও খবরা-খবর রয়েছে যে, তা বহু শিশুর মস্তককে শুভ্র বানিয়ে দেয়, যার জন্য শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে এবং যার ভয়ে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। আল্লাহই সাহায্যকারী।

عن ابن عباس–رضي الله عنهما– في قوله تعالى: {لا تُحَرِّكْ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه– فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله (يحركهما– فأنزل الله تعالى: {لا تُحَرِّكْ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} قال: فاستمع له وأنصت، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله (بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي (كما قرأه. {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী, "লা-তুহার্‌রিক বিহী লিসানাকা লি তা'জালা বিহী" (তুমি অহী নাযিলের সাথে সাথে তা দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিভ নাড়বে না) সম্পর্কে বলেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর উপর যখন অহী নাযিল হতো, তখন তিনি কষ্টবোধ করতেন এবং তিনি (অহী মুখস্থ কারার জন্য) ঠোঁট দু'টি নাড়তেন। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি ঠোঁট দু'টি ঐরূপ নাড়ছি, যেরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও দু'টিকে নাড়তেন। অতঃপর মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "তুমি অহী নাযিলের সাথে সাথে (তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য) তোমার জিভ নাড়বে না। তা মুখস্থ করিয়ে দেওয়া এবং পড়িয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব"। অর্থাৎ, তোমার বক্ষে তা জমা করে দেবো এবং তুমি পড়বে। অতঃপর আল্লাহ বললেন, "যখন আমি তা পড়ি, তখন

আপনি তাঁর অনুসরণ করুন"। অর্থাৎ, নিশ্চুপে মন দিয়ে শুনুন। অতঃপর তা বর্ণনা করার দায়িত্বও আমার"। অর্থাৎ, তোমাকে পড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আমার। এরপর যখন জিবরাইল (আলাই হিস্‌সালাম) অহী নিয়ে আসতেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অতঃপর যখন জিবরাইল চলে যেতেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর মত করে পড়তেন। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন থেমে থেমে সুবিন্যস্তভাবে পাঠ করতে হয়। কুরআন নাযিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর জন্য বড় কঠিন ও ভারী ছিলো। কেননা, এতে তাঁর সমস্ত ধ্যান ও গুরুত্বকে অন্য কিছু থেকে ফিরিয়ে কেবল অহীর প্রতি নিবিষ্ট করতে হতো। নেক উদ্দেশ্যে অপরের আচরণ বর্ণনা করা যায়, যদি তা ঠাট্টা ও বিদ্রূপের উদ্দেশ্যে না হয়। আল্লাহ তাঁর মহান গ্রন্থকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মহান আল্লাহর কিতাবকে স্বীয় অন্তরে সংরক্ষণ করেছিলেন। আর এটা ছিলো একটি মু'জিযাঃ। কারণ, তিনি তো নিরক্ষর ছিলেন। সম্বোধন (প্রয়োজন) এর সময় বিবৃতি না দিয়ে পরক্ষণে দেওয়া বৈধ। কুরআন পড়ার সময় নিশ্চুপে মনোযোগ দিয়ে শুনাই হলো বিধেয়, যাতে তা বুঝার ও (উহার আয়াত সম্পর্কে) গবেষনা করার সুযোগ হয়। ছাত্রের শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনার, চুপ থাকার গুরুত্ব এবং তার (শিক্ষকের) কথা না কাটার বর্ণনাও হাদীসে রয়েছে। ইল্‌মের হেফাযত করার প্রতি বড় আগ্রহী হতে হয় এবং তা ভুলে যাওয়ার ও বিলুপ্ত হওয়ার ভয়ে বার বার

স্মরণ ও আবৃত্তি করতে হয়। শিক্ষকের উপস্থাপন ও পাঠ করানোর সময় তার অনুসরণ করতে হয় এবং তার পিছে পিছে বার বার আবৃত্তি করতে হয়। আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন মৌখিক আবৃতি ও পঠনের মাধ্যমেও হয়। জ্ঞান অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে অর্জন করতে হয়। কেননা, যে একবারেই সব শিখে, তার একবারেই সব নষ্ট হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন ও চর্চা করতে হয়, যাতে তা (অন্তরে) পাকাপোক্ত ও মজবুত হয়ে যায়। যেমন, হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'যখন জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম) চলে যেতেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐভাবেই পড়তেন, যেভাবে জিবরাইল (আঃ) পড়ে যেতেন'। জ্ঞানার্জনে কষ্ট স্বীকার করতে হয় এবং গৌরবময় জিনিস অর্জন করতে গিয়ে কষ্ট হলেও তাতে ধৈর্য ধরতে হয়।

নেফাক্বের নিদর্শনসমূহ

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً} (النساء:١٤٢)

অর্থাৎ, 'অবশ্যই মুনাফেক্বরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, আর তিনি তাদের সাথে প্রতারণা করেন। যখন তারা নামাযে দাঁড়ায়, তখন একান্ত শিথিলভাবে দাঁড়ায়। তাদের তো উদ্দেশ্য হয় লোক দেখানো। তাই তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে'। (সূরাঃ নিসা ১৪২)

عن أبي هريرة–رضي الله عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'মুনাফেক্বদের নিদর্শন তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখা হলে, তার খিয়ানত করে'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, নিফাক্ব দু'প্রকারের, কর্ম সম্পর্কীয় নিফাক্ব এবং আক্বীদা/বিশ্বাস সম্পর্কীয় নিফাক্ব। আর এখানে নিফাক্ব বলতে কর্ম সম্পর্কীয় নিফাক্ব বুঝানো হয়েছে। কখনো মুসলিমের মধ্যে নিফাক্বের এক, বা একাধিক শাখা থাকে। নিফাক্বের শাখা-প্রশাখা অনেক। কোন কোন শাখা অপর শাখা থেকে অনেক বিশাল। যে ব্যক্তি (উল্লিখিত) অভ্যাসগুলোর উপর অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং বার বার তা করতে থাকবে, সে (মুনাফেক্বের) কুঅভ্যাসে অভ্যস্ত বিবেচিত হবে। নিফাক্বের এমন কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা তার নিফাক্ব সাব্যস্ত করে, যে এতে সংশ্লিষ্ট। মিথ্যা কথা বলা হারাম। মিথ্যা বলা মুনাফেক্বদের গুণ বিশেষ। ওয়াদা ভঙ্গ করাও হারাম। মু'মিনদের এটা চরিত্র নয়। অনুরূপ আমানতের খিয়ানত করা হারাম। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিফাক্বের অভ্যাসে অভ্যস্ত বিবেচিত হয়। কর্ম সম্পর্কীয় নিফাক্ব আক্বীদা সম্পর্কীয় নিফাক্বের ন্যায় এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মিল্লাত থেকে বহিষ্কার করে না। বরং উহা (কর্ম

সম্পর্কীয় নিফাক্ব) মহা পাপসমূহের আওতায় পড়ে।

عن عبد الله بن عمرو–رضي الله عنهما–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফেক্ব বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে চারটির কোন একটি পাওয়া যাবে, বুঝতে হবে তার মধ্যেও একটি মুনাফেক্বের দোষ রয়েছে, যতক্ষণ না সে তা বর্জন করেছে। (আর দোষগুলো হলো,) আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে, কথা বললে, মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, মুনাফেক্বদের দোষের সংখ্যা অনেক ও বহু প্রকারের। আর এখানে (উল্লিখিত) সংখ্যাগুলো সীমিত হওয়ার দাবী রাখে না। বরং এছাড়াও মুনাফেক্বদের আরো অনেক দোষ আছে। নিফাক্বে মানুষের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, কেউ কম, কেউ বেশী এবং কেউ আবার খাঁটি। ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা হারাম। এটা মুনাফেক্বদের দোষসমূহের সব থেকে বড় দোষ। ঝগড়ার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করাও হারাম। এটা চোয়ারের মুনাফেক্ব হওয়ার এবং দ্বীনের প্রতি তার কোন ভ্রূক্ষেপ না থাকারই দলীল।

عن أنس–رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((آية الإيمان حبّ الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ আনাস (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'ঈমানের আলামত হলো আনসারদেরকে ভালবাসা এবং নিফাক্বের আলামত হলো আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে আনসারদের ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। ঈমানের বহু আলামত ও অনেক চিহ্ন রয়েছে। অনুরূপ নিফাক্বেরও বহু আলামত ও অনেক চিহ্ন রয়েছে। আর 'আনসার' কিতাব ও সুন্নাতে বিদ্যমান তাঁর শরীয়তী নাম, যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর সাহায্য করেছিলেন তাঁর মদীনায় হিজরত করার পর। মানুষ তাদের আমল এবং ইসলামের জন্য কষ্ট স্বীকার করার অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী। আনসাররা এই বৈশিষ্ট্য লাভে ধন্য হোন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্য ও সহযোগিতা করার কারণে। এ থেকে এও প্রমাণ হয় যে, যারাই দ্বীনের সাহায্য করে তাদের সকলকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অন্তরের কর্ম-সমূহ ঈমানের আওতাভুক্ত। আর ঈমান কর্মের নাম এবং এতে মানুষ ভেদে তফাৎ রয়েছে। তাই ঈমান বাড়ে ও কমে। ভালবাসা ও বিদ্বেষ পোষণ করাও এমন কর্ম, যাতে নেকী দেওয়া হয় এবং শাস্তিও।

কুফরীর মধ্যে তফাৎ

عن عبد الله بن مسعود– رضي الله عنه– قال: قال صلى الله عليه وسلم:
((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)) {رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'মুসলিমকে গালাগালি করা মহাপাপ এবং তার সাথে মারামারি করা কুফুরী'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, অথচ সে টের পায় না। কেউ কেউ বলেন, এখানে (হাদীসে) কুফরী বলতে ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী প্রকৃত কুফরীকে বুঝানো হয় নি, বরং কুফরী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে খুব বেশী সতর্কতার জন্য। আবার কোন কোন ইমামগণ বলেন, এটা তার উপর কার্যকরী হবে, যে (মুসলিমকে) গালি ও (তার সাথে) ঝগড়া করাকে বৈধ মনে করবে। কাবীরাঃ গোনাহ এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফাসেক্ব সাব্যস্ত করে। আর সে মুসলিম হলেও তার কাবীরাঃ গোনাহের কারণে ফাসেক্ব। মুসলিমকে গালি দেওয়া হারাম। কেননা, তার মান-সম্মান (অন্য মুসলিমের জন্য) হারাম। আর এরই অন্তর্ভুক্ত হলো, গীবত করা, কটুবাক্য বলা, অভিসম্পাত করা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। মুসলিমের রক্তও হারাম। যে মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ ভাববে, সে কাফের গণ্য হবে। এই হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের 'জাওয়া মিউল কালিম' (বহুল অর্থ বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত বাক্য) এর শামিল। দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্য, অথচ এর

মধ্যে রয়েছে (শরীয়তের) বহু বিধান।

কাবীরাঃ গোনাহের কারণে মুসলিম কাফের গণ্য হয় না

عن عبادة بن الصامت– رضي الله عنه–وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه ((بايعوني على ألاّ تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفّي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على ذلك.

{رواه البخاري ومسلم}

অর্থাৎ, উবাদাঃ বিন সামেত (রাযী আল্লাহু আনহু) যিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং যিনি আক্বাবা রাতের একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর আশেপাশে একদল সাবাহীর উপস্থিতিতে বললেন, 'তোমরা আমার নিকট এই ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করো যে, তোমরা কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না। চুরি করবে না। ব্যভিচার করবে না। নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।কারো উপর মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোন ন্যায় কাজে আমার আদেশ অমান্য করবে না। তোমাদের যে কেউ এই প্রতিজ্ঞা পালন করবে, সে আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি

এই জিনিসগুলির কোন কিছু করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পায়, এ শাস্তি তার জন্য কাফফারাতে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি ওগুলোর কোন কিছু করে এবং আল্লাহ তা গোপন করেন, সে ব্যাপারটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন, আবার ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন'। তখন আমরা এর উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট প্রতিজ্ঞা করলাম। (বুখারী মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) প্রয়োজনের দাবী এবং পরিস্থিতি অনুপাতে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। আর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওহীদের বিষয় এবং সব থেকে বড় গোনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা। চুরি করা হারাম এবং তা কাবীরাঃ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। ব্যভিচার করাও উম্মতের উপর হারাম এবং তা সব থেকে বড় অপরাধ। খাওয়ানোর ভয়ে সন্তানদের হত্যা করা নিষেধ এবং তা জাহেলিয়াতের কর্মসমূহের আওতাভুক্ত। মিথ্যা কথা বলা এবং মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম। ভাল কাজে আনুগত্য করতে হয়। এতে অবাধ্যতা হারাম। নেক-কর্মসমূহের সাওয়াব আল্লাহর কাছেই তলব করতে হয়, গায়রুল্লাহর কাছে নয়। বান্দার উচিত যা আল্লাহর নিকট আছে, তা স্বীয় আমল দ্বারা চাওয়া। শির্ক করাও একটি কর্ম। যে পাপসমূহ ত্যাগ করে, তাকে আল্লাহ ত্যাগ করার জন্য এবং এর উপর ধৈর্য ধরার জন্য নেকী দেন। (শরীয়তের) দন্ডবিধিগুলি (পাপ থেকে) পবিত্র করে এবং (পাপ) মোচন করে। বালা-মুসীবতও অনুরূপ। যদি কেউ এমন কাজ করে, যা দন্ডদান অপরিহার্য করে,

তার জন্য আবশ্যক নয় যে, সে নিজেকে দন্ডের জন্য পেশ করবে, বরং সে তা গোপন করে তাওবা করবে। কাবীরাঃ গোনাহ সম্পাদনকারীরা আল্লাহর ইচ্ছাধীন হয়। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন, আবার ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন। মহাপাপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলিমই থাকে, কাফের হয় না, যদি সে তা বৈধ মনে না করে। কাবীরাঃ গোনাহ সম্পাদনকারী জাহান্নামে প্রবেশ হতেও পারে। অতঃপর তাওহীদের অসীলায় আবার সেখান থেকে বের হবে। সমূহ আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ঈমান পুণ্যময় কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কারণে হ্রাস পায়। তবে এ ব্যাপারে মতভেদকারীদের মতভেদ করেছে।

عن أبي ذر–رضي الله عنه– قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال: ((ما من عبد قال لاإله إلاّ الله ثم مات على ذلك إلاّ دخل الجنة)) قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ((وإن زنى وإن سرق)) قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ((وإن زنى وإن سرق)) ثلاثا، ثم قال في الرابعة: ((على رغم أنف أبي ذر)) {رواه البخاري ومسلم}

আবু যার (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর কাছে আসলাম তখন তিনি সাদা পোশাক পরে ঘুমিয়ে ছিলেন। অতঃপর আবার তাঁর কাছে আসলাম, তখনও তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। অতঃপর আবার গেলে তিনি জাগলেন। আমি তাঁর কাছে বসলাম। তিনি বললেন,

'যে ব্যক্তি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করেছে, সে নিশ্চয় জান্নাতে যাবে'। আমি বললাম, যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে, তবুও? তিনি বললেন, 'যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে, তবুও'। আমি আবার বললাম, যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে, তবুও? তিনি বললেন, 'যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে, তবুও'। তিনবার পর্যন্ত তিনি এই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। চতুর্থবারে বললেন, 'আবু যারের নাক ভূলুণ্ঠিত হোক!' (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর উম্মতের প্রতি বড় দয়াবান এবং করুণাসিক্ত ছিলেন। কাবীরাঃ গোনাহ সম্পাদনকারী কাফের বিবেচিত হবে না, যদি সে তা বৈধ মনে না করে। তাওহীদবাদী পাপীদের শেষ ঠিকানা হবে জান্নাত। তাওহীদই হচ্ছে পাপ মার্জনকারী মাধ্যমসমূহের সব চেয়ে বড় মাধ্যম। 'রিদ্দাঃ' (দ্বীন ত্যাগী হওয়া) সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয়। শেষ আমলই লক্ষ্যণীয়। জটিল ব্যাপারে আলেমকে জিজ্ঞাসা করতে হয় এবং সন্দেহের সৃষ্টি হলে বার বার তাঁকে প্রশ্ন করতে হয়। কোন কোন কটুবাক্য দ্বারা ছাত্রকে আদব শিক্ষা দিতে হয়, যাতে সে সঠিক উদ্দেশ্য বুঝার প্রতি মনোযোগী হয়।

শাফাআ'ত প্রসঙ্গে

عن أبي هريرة– رضي الله عنه– أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: ((ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس

بشفاعتي يوم القيامة من قال: لاإله إلاّ الله خالصا مخلصا من قلبه)) {رواه البخاري}

অর্থাৎ, আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআ'ত পাওয়ার ব্যাপারে কে সব চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'আমার ধারণা ছিলো এ ব্যাপারে তোমার পূর্বে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কেননা, আমি দেখছি হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ বেশী। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআ'ত লাভের ব্যাপারে সেই ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান, যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে'। (বুখারী)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সকল তাওহীদবাদী সাধারণভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শাফাআ'ত লাভের আওতা-ভুক্ত, এমনকি কাবীরাঃ গোনাহ সম্পাদনকারীরাও। পক্ষান্তরে মুনা-ফেক্বরা তাঁর শাফাআ'তের আওতাবহির্ভূত।কেননা, তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মৌখিক স্বীকৃতি দিলেও, তাতে সততা ও নিষ্ঠা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য শাফাআ'ত করবেন। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ফযীলত অনেক। উহা হলো প্রত্যেক কাজের মূল। হাদীস ও জ্ঞান লাভের প্রতি আগ্রহী হওয়ার মর্যাদাও অনেক। আবু হুরায়রাঃ (রাযী আল্লাহু আনহু)র ফযীলত এবং হাদীসের প্রতি তাঁর কত আগ্রহ ছিলো, সে কথাও হাদীসে রয়েছে।

জান্নাতে মু'মিনদের জন্য স্বীয় প্রতিপালকের দর্শন লাভ

عن جرير–رضي الله عنه–قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((إنكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمر، لاتضامّون في رؤيته، فإن استطعتم ألاّ تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا)). {رواه البخاري ومسلم}

জারির (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেমন দেখতে পাচ্ছ এই চাঁদকে। তাঁর দেখার ব্যাপারে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। কাজেই সূর্য উদিত হওয়ার এবং তা অস্ত যাওয়ার পূর্বেকার নামাযগুলো যদি (শয়তানের উপর বিজয়ী হয়ে) আদায় করতে পার, তবে তাই-ই করবে'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে আখেরাতে মু'মিনদের জন্য তাঁদের মহান প্রভুর দর্শনকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের প্রতিপালকের দর্শন ঐরূপ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হবে, যেরূপ তারা চাঁদকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এর অনেক উর্ধ্বে। আর এই দর্শনকে সহজকারী মাধ্যমসমূহের বড় মাধ্যম হলো নামায। বিশেষভাবে ফজরের ও আসরের নামায। যে ফজরের ও আসরের নামায সযত্নে আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারণ, এই নামায দু'টি ঘুমের ও অবসাদ সময়ে পড়তে হয়। যাবতীয় সৎ কাজ প্রত্যেক কল্যাণের

মাধ্যম। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর দর্শন হলো সব চেয়ে বৃহৎ নিয়ামত। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর মহান সত্তার দর্শন লাভে ধন্য করেন!

عن بعض أزواجه (–رضي الله عنهن–قالت: قال صلى الله عليه وسلم:

((إنكم لن تروا ربكم عزوجل حتى تموتوا)) {رواه مسلم}

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোন কোন স্ত্রী (রাযী আল্লাহু আনহুন্না) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা না মরা পর্যন্ত কখনোই তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে না'। (মুসলিম)

হাদীস দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, মহান আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখা যাবে না। বরং তাঁর দর্শন কেবল আখেরাতে হবে। তাঁর মু'মিন বান্দারা তাঁকে দেখবেন এবং তাঁর শত্রু কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত হবে। এতে সেই বিদআতীদের খন্ডনও হয়, যারা আখেরাতে মহান আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকার করে। কেননা, হাদীসে মৃত্যুর পর মু'মিনদের জন্য (আল্লাহর) দর্শনকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

عن أبي سعيد الخدري، أن أناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟----))

অর্থাৎ, আবু সাঈদ খুদরী (রাযী আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে কিছু লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন,

'হাঁ'। মেঘমুক্ত আকাশে দিনের আলোতে সূর্যকে দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? সকলেই উত্তর দিলো, না, হে আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'চাঁদ ও সূর্যের কোন একটি দেখার ব্যাপারে যতখানি অসুবিধা মনে করো, কিয়ামতের দিন মহান ও বরকতময় আল্লাহকে দেখতে ততখানি অসুবিধা হবে মাত্র। কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা দেবে যে, প্রত্যেক উম্মত যে যার ইবাদত করতো, সে তার অনুসরণ করো। সুতরাং যারা আল্লাহ ব্যতীত মূর্তি এবং পাথরের পূজা করতো, তারা সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। শেষে যখন আল্লাহর ইবাদতকারী সৎ লোক, পাপী ও কিছু আহলে কিতাব ব্যতীত আর কেউ বাকী থাকবে না, তখন ইয়াহুদীদের ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়রের ইবাদত করতাম। তখন বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বললে। আল্লাহ কাউকে স্ত্রী ও সন্তান হিসাবে গ্রহণ করনে নি। তোমরা কি চাও? তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তখন তাদেরকে (কোন একদিকে) ইঙ্গিত করে বলা হবে, ঐ পানির নিকট যাও না কেন? এইভাবে তাদেরকে এমন আগুনে একত্রিত করা হবে, যা দেখতে মরীচিকার মত, যার একাংশ অপরাংশকে আক্রমণ করবে। আর এইভাবে তারা সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তারপর খ্রীষ্টানদের ডাকা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কার

ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর বেটা মসীহর ইবাদত করতাম। তখন বলা হবে, তোমরা মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহ কাউকে সঙ্গিনী ও সন্তান বানান নি। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি চাও? তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তখন তাদেরকে (কোন একদিকে) ইঙ্গিত করে বলা হবে, ঐ পানির নিকট যাও না কেন? এইভাবে তাদেরকে এমন আগুনে একত্রিত করা হবে, যা দেখতে মরীচিকার মত, যার একাংশ অপরাংশকে আক্রমণ করবে। আর এইভাবে তারা সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।। শেষে যখন আল্লাহর ইবাদতকারী সৎ লোক ও পাপী ব্যতীত আর কেউ বাকী থাকবে না, তখন সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাদের নিকট এমন সাধারণ আকৃতিতে উপস্থিত হবেন, যে আকৃতিতে তারা ইতিপূর্বে তাঁকে দেখেছে। বলবেন, তোমরা কিসের অপেক্ষা করছো? সকলেই তো আপন আপন উপাস্যের দলভুক্ত হয়ে গেছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়ায় যখন আমাদের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিলো, তখন আমরা লোকদের বর্জন করেছিলাম, তাদেরকে সঙ্গী বানাইনি। আল্লাহ তা'য়ালা তখন বলবেন, আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তখন তারা বলবে, আমরা আল্লাহর নিকট তোমার থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না।(এই কথাটা তারা দু'বার, অথবা তিনবার বলবে)। এমনকি কেউ কেউ ফিরে যেতে উদ্যত হবে। তখন তিনি বলবেন, তোমাদের ও তাঁর মাঝে কি কোন এমন নিদর্শন আছে, যদ্দ্বারা

তোমরা তাকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হাঁ। এরপর আল্লাহর গোছা পর্যন্ত পা উন্মোচিত হবে। তখন যারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর জন্য সিজদা করে থাকে, তাদের সকলকে সিজদা করার অনুমতি দেবেন। কিন্তু যে বাঁচার জন্য ও লোক দেখানোর জন্য সিজদা করে থাকে, আল্লাহ তার পিঠকে কঠিন বানিয়ে দেবেন। যখনই সে সিজদা করতে যাবে, তখনই সে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। অতঃপর তারা তাদের মাথা তুলবে। আল্লাহ তাঁর আকৃতি সেই আকৃতিতে পরিবর্তন করে নেবেন, যে আকৃতিতে তাঁকে তারা প্রথমবার দেখেছিলো এবং বলবেন, আমিই তোমাদের প্রভু। তারা বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু। অতঃপর জাহান্নামের উপর পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। শাফাআ'তের অনুমতি দেওয়া হবে। সকলেই বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! বাঁচিয়ে নাও, বাঁচিয়ে নাও। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! পুলসেরাত কি? তিনি বললেন, 'এমন স্থান, যেখানে পা টেকে না। সেখানে থাকবে খামচিয়ে তুলে নেওয়ার অস্ত্র-সাঁড়াশি। আর থাকবে শক্ত কাঁটা, যাকে 'সা'দান' বলে। মু'মিনরা চোখের পলকের, বিদ্যুতের, বাতাসের, পাখির এবং দ্রুতগামী ঘোড়ার ও উটের গতিতে এ পুল অতিক্রম করবে। কেউ বিলকুল নিরাপদে পেরিয়ে যাবে, কেউ (শরীরে) আঁচড় খেয়ে বেঁচে যাবে এবং কেউ কেউ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর যখন মু'মিনরা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে, তখন -সেই আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ!-তারা স্বীয় জাহান্নামী ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট যেভাবে আবেদন পেশ করবে, দুনিয়াতে তোমাদের কেউ প্রতিপক্ষের কাছ থেকে স্বীয় অধিকার অর্জনের

জন্য ঐভাবে আবেদন পেশ করে না। তাঁরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তারা তো আমাদের সাথেই রোযা রাখতো এবং নামায আদায় করতো ও হজ্জ করতো। তখন তাদেরকে বলা হবে, যাদেরকে চিনো, তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে নাও। আর তাদের শরীরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেওয়া হবে। তখন তারা এমন অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে, যাদের (কারো) পায়ের অর্ধেক রলা পর্যন্ত এবং (কারো) হাঁটু পর্যন্ত আগুন খেয়ে নিয়ে থাকবে। অতঃপর বলবেন, হে আমাদের রব্ব! যাদের ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের কেউ আর জাহান্নামে অবশিষ্ট নেই। তখন (আল্লাহ) বলবেন, যাও, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে। তখন আবার তারা অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবে। তারপর বলবে, হে আমাদের প্রভু! যাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, তাদের কাউকে ছাড়ি নি। তখন (আল্লাহ) বলবেন, যাও, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে। তখন আবার তারা অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। তারপর বলবেন, হে আমাদের প্রভু! যাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, তাদের কাউকে ছাড়ি নি। তখন (আল্লাহ) বলবেন, যাও, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো, যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান পাবে। তখন আবার তারা অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। অতঃপর বলবেন, হে আমাদের প্রভু! যাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, তাদের কাউকে ছাড়ি নি। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতাগণ, আম্বিয়া এবং

মু'মিনসহ সকলেই সুপারিশ করেছে। এখন সব চেয়ে বড় দয়াবান (আল্লাহ) ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট নেই। এরপর জাহান্নাম থেকে এক মুষ্টি উঠিয়ে তা হতে এমন কিছু লোককে বের করবেন, যারা কোন দিন কোন সৎকাজ করে নি। তারা পুড়ে কয়লার মত হয়ে থাকবে। ফলে তাদেরকে জান্নাতের সামনে অবস্থিত একটি নদীতে নিক্ষেপ্ত করা হবে, যাকে 'নাহরে হায়াত' সঞ্জীবনী নদী বলা হয়। সেখান থেকে তারা স্রোতের ধারে অঙ্কুরিত বীজের মত সজীব হয়ে বের হবে। দেখো না, উক্ত বীজ পাথরের কাছে ও গাছের কাছে হয়, যার মুখ সূর্যের সোঝা হয়, তা হলুদবর্ণ ও শ্যামল হয় এবং ছায়াতে হলে সাদা হয়। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে আপনি গ্রামাঞ্চলে (পশু) চরাতেন? তিনি বললেন, 'তারা মুক্তার দানার মত চমকাতে থাকবে। তাদের গর্দানে সোনার, অথবা অন্য কিছুর তৈরী কোন জিনিস ঝুলানো থাকবে। জান্নাতবাসীরা তা দেখে চিনবে যে, এরা হলো আল্লাহ কর্তৃক মুক্তি প্রাপ্ত এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ না আছে তাদের কৃত কোন আমল, আর না আছে পূর্বে পেশ করা কোন নেকী। অতঃপর বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ করো, সেখানে যা কিছু দেখবে, তা সবই তোমাদের জন্য। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যা কিছু তুমি দান করেছো, বিশ্বের কাউকে তা দাও নি। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের জন্য আমার কাছে এর চেয়েও উত্তম জিনিস রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের রব্ব! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে? তিনি বলবেন, (এর চেয়ে উত্তম জিনিস হলো) আমার সন্তুষ্টি। এর পর তোমাদের উপর আমি কোন দিন অসন্তুষ্ট

হবো না'। (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে মু'মিনদের জন্য কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাঁর পা থাকার কথাও হাদীসে বলা হয়েছে। তবে তা সাদৃশ্যহীন ও অতুলনীয়। "কোন কিছু তাঁর মত নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। তারা সবই পথভ্রষ্ট, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে উপাস্য বানিয়েছে। তাওহীদবাদী পাপীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। কাবীরাঃ গোনাহ সম্পাদনকারীদের আযাবও হতে পারে, যদি তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ক্ষমা না করেন। 'রিয়া'/ লোক দেখানো কাজ করা বড় বিপজ্জনক জিনিস। আর তা হলো ছোট নিফাক্ব। যে লোক দেখানোর জন্য আমল করে, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং হজ্জ করে। দুনিয়ার সমূহ আমল ও বিধান বাহ্যিকের উপরেই মেনে নিতে হবে, গোপনীয় ব্যাপারের মালিক আল্লাহ। ফেরেশতাগণ, আম্বিয়া এবং মু'মিনদের শাফাআ'ত করার কথাও হাদীসে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হওয়ার প্রমাণ। তিনি তাঁর ওলীদের প্রতি হোন সন্তুষ্ট এবং তাঁর শত্রুদের প্রতি হোন অসন্তুষ্ট। আর এটা (সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট) হওয়া তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপন করার প্রমাণও রয়েছে। এই পুলের পারাপার আমল অনুপাতে হবে। আর এ কথারও প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর আকার আছে যা তাঁর সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোন সৃষ্টবস্তুর সাথে তার সাদৃশ্য নেই। আর হাদীসে আখেরাত সম্পর্কীয় অদৃশ্য বিষয়গুলির দৃষ্টান্ত এমন জিনিস দ্বারা দেওয়া হয়েছে, যা দুনিয়াতে মানুষের নিকট পরিচিত।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহর বাণী	৩
ইসলাম ও ঈমান একই জিনিসের দু'টি নাম	৬
আল্লাহর বাণী	১০
ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ	১৩
ইসলামের মাহাত্ম্য	১৬
ইসলামের রুকনসমূহ	২৮
ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও উহার নিদর্শন	৩০
তাওহীদ অবলম্বনের নির্দেশ	৩৪
তাওহীদের ফযীলত	৩৯
তাওহীদবাদী পাপী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না	৪১
শির্ক থেকে সতর্ক করণ	৪৩
ঈমানের ফযীলত	৪৯
ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও উহার নিদর্শন	৫১
ঈমান বাড়ে ও কমে	৬১
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী	৬৫
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ফযীলত	৭১
আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী	৭৫
আল্লাহর জন্য যার অস্বীকৃতি অপরিহার্য	৯৬
ফেরেশতা প্রসঙ্গে	৯৯
রাসূল সাঃ এর প্রতি অহী কিভাবে আসতো	১০০
রাসূল সাঃএর প্রতি অহী নাযিল কিভাবে শুরু হয়	১০২
অহীর কঠিনতা	১১০
নেফাক্বের নিদর্শনসমূহ	১১৩
কুফ্‌রীর মধ্যে তফাৎ	১১৭

কাবীরাঃ গোনাহের কারণে মুসলিম কাফের গণ্য হয় না	১১৮
শাফাআত প্রসঙ্গে	১২১
ঝান্নাতে মু'মিনদের জন্য স্বীয় প্রতিপালকের দর্শন	১২৩